কলির হাট।

(প্রহসন)

...AL LIBR...
6 APR 1906
WRITERS BUILDINGS

নূতন সংস্করণ।

যশোহর, বনগ্রাম হইতে

শ্রীভুষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

"Of all the blessings on earth,
The best is a good wife.
A bad one is the bitterest case of human life."

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

কলির হাট।

(প্রহসন)

নূতন সংস্করণ।

যশোহর, বনগ্রাম হইতে

শ্রীভুষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

AL LIB
6 APR 1906
WRITERS BUILDINGS

"Of all the blessings on earth,
The best is a good wife.
A bad one is the bitterest case of human life."

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	জনৈক ধনাঢ্য যুবক।
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	বীরেন্দ্রের ভ্রাতা।
নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	বীরেন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় নাতি।
বিশ্বনাথ হালদার ...	...	বীরেন্দ্রের প্রতিবেশী।
রামপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ঐ ঐ
দেবীকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	ঐ ঐ
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	...	বীরেন্দ্রের খুল্লতাত।
বিবস্বত ...	...	ঐ প্রতিবেশী।

বৈষ্ণবগণ, সমাজ-সংস্কারকগণ, হরি চাকর, ডাকহরকরা,
চাকরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মৃদঙ্গবালা দেবী ...	...	বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী।
বিদ্যুল্লতা ...	...	বিশ্বনাথের স্ত্রী।
মনতোষিণী ...	...	প্রতিবেশিনী।
জয়দুর্গা ...	...	বীরেন্দ্রনাথের মাতা।

বৈষ্ণবীগণ, ঝি।

৮৫৩।

২০৬- 2ন্য-1906

কলির হাট।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বীরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা।

বীরে। তবে ভায়া, এতদিন পরে সুখ-শালটা প'ল্লে দেখ্‌ছি।

নরে। কি রকম?

বীরে। এই দু তিন বছরের মধ্যেই বুঝ্‌তে পারবে।

নরে। তোমার যে আজ কথার ভারি পেঁচ দেখ্‌ছি; সুখ-শালটার মানে কি হে?

বীরে। তাও জান না ভায়া! একালের বিয়েকেই ব'লে সুখশাল।

নরে। তোমার কাছে যে সবই উল্‌টো দেখছি দাদা! শাস্ত্রে বলে, বিবাহ না হ'লে পুরুষের পূর্ণ ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না,—বিবাহই ধর্ম্মোপর্জ্জনের একমাত্র প্রশস্ত পথ, তোমার কাছে কিনা সেই বিবাহই হলো সুখশাল!

বীরে। ভায়া, শাস্ত্রে যে সব বিধান দেখ্‌তে পাও, সে সব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের জন্যে;—কলির জন্যে সব আলাদা বিধান আছে, সে সব এখনও পড়োনি; আগে বিয়েটা করো, তারপরে সুন্দররূপে বুঝ্‌তে পারবে। কলিতেও বিবাহের দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু সে অন্য উপায়ে।

নরে। তোমার ওসব ন্যায়ের ফাঁকির মধ্যে আমার বাবারও ঢুকবার ক্ষমতা নেই দাদা! মোদ্দা সুখশালই হ'ক, আর যাই হ'ক, শর্ম্মা এ বিবাহ ক'চ্ছেন না।

বীরে। কেন হে, মেয়েটী কি দেখতে সুন্দর নয়!

নরে। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়,—যেমন সুন্দর রং, তেমনি সুন্দর গড়ন!

বীরে। তবে কি অঙ্গহীনা নাকি?

নরে। না, তাও নয়।

বীরে। তবে বুঝি দেনা পাওনা সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ হ'য়েছে?

নরে। দেনা পাওনা সম্বন্ধে খুবই ভাল। নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবে; এ ছাড়া রূপার বরসজ্জা, দামি দামি বরাভরণ, আর মেয়েকে চুড়ীসুদ্ধ সমস্ত গহনাই দিতে চেয়েছে; বিয়ের খরচও সমস্তই তারা দিতে রাজি হয়েছে।

বীরে। তবে "শর্ম্মার" অমত হওয়ার কারণটা কি?

নরে। মেয়েটা শুনেছি লেখা পড়া জানেনা দাদা।

বীরে। সেটা তোমার পূর্ব্বপুরুষের সৌভাগ্য, লেখা পড়া জানা মেয়ে

কখনও বিয়ে করোনা, কখনও বিয়ে করোনা; তাহ'লে নিশ্চয়ই বিশে পাগলা হ'তে হবে।

নরে। কি রকম দাদা! তোমারই মুখেই তো আগে শুনেছি, লেখা পড়া জানা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হ'লে মানুষের জীবনই বৃথা!

বীরে। ভায়া, সে মত আমার অনেক দিন থেকে উল্টে গিয়েছে। এখন যে রোজ রোজ ঠেকে শিখ্‌ছি; এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, সংসারের প্রধান অসুখই হ'চ্ছে একেলে লেখা পড়া জানা স্ত্রী। তোমার বড়ই জোর কপাল, তাই তোমার ভাগ্যে অমন মেয়ে জুটেছে; জীবনটা খুব সুখে কাটাতে পার্ব্বে,—বিশে পাগলার মত, পথে পথে পাগলামি ক'রে বেড়াতে হবে না।

নরে। বিশে খুড়ো কি লেখা পড়া জানা মেয়ে বিয়ে ক'রে পাগল হ'য়েছে নাকি!

বীরে। আমার তো ভাই, সেই রকমই ধারণা। বিশে খুড়ো যে সব কথা বলে, তার পাগলামিটুকু বাদ দিয়ে বুঝে দেখ দেখি, তাহ'লে বুঝ্‌তে পার্ব্বে লোকটার কথায় কত ভাল ভাল উপদেশ আছে, আমার তো তাকে সময় সময় দেবতা ব'লে মনে হয়।

নরে। আমরা তো ওকে পাগল বলেই উড়িয়ে দিই!

বীরে। তোমরা ওকে চিন্‌তে পার নি ভাই! লোকটা খালি লেখা পড়া জানা মেয়ে বিয়ে করেই পাগল হ'য়ে গিয়েছে; আমারও আর দেরী নেই, হবো হবো ক'চ্ছি। তোমার ভাই, বড়ই সৌভাগ্য যে তুমি এ রকম মেয়ে পাচ্ছো। আমি একজন বিশেষ ভুক্তভোগী। ভায়া, আমার কথায় বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস ক'রনা।

নরে। অবিশ্বাস ক'চ্ছিনে দাদা, তবে কি জানো ও বিষয়ে অনেক মত-ভেদ আছে।

বীরে। আমারও ছিল ভায়া, আমারও ছিল। পাঁচ বছর আগে আমিও লোকের সঙ্গে ঐ নিয়ে কতই বাদানুবাদ করেছি। এখন যে ঠেকে শিখেছি দাদা, ঠেকে শিখেছি।

নরে। তা হ'লে কি দাদা, তোমার মতে মেয়েদের আদৌ লেখা পড়া শিখান উচিৎ নয়?

বীরে। আজকাল্ মেয়েদের যে ধরণে লেখা পড়া শিখান হ'চ্ছে, সেটা সমাজের বড়ই অনিষ্টকারী।

নরে। এখন চ'ল্লেম দাদা, দুই এক দিন বিবেচনা ক'রে দেখি, তার পর যে রকম হয় তোমাকে ব'ল্‌বো।

বীরে। একটু ব'সো ভায়া; ঐ বিশে খুড়ো আস্‌ছে। বেশ ক'রে মনোযোগ দিয়ে ওর কথাগুলো শুন দেখি, তাহ'লে বুঝতে পার্ব্বে লোকটা কি রকমের পাগল।

(বিশ্বনাথের প্রবেশ ও নরেশের আপাদমস্তক অবলোকন)

বীরে। কি খুড়ো! নরেশ ভায়াকে অমন ক'রে দেখ্‌ছো কেন?

বিশ্ব। টন্‌কো মাথা,—উড়্‌নি ফড়াৎ—আগুনে জল দে, জল দে—

নরে। কি রকম বুঝ্‌লে?

বিশ্ব। আধ মণ খাবো, এক মণ খাবো—এফোঁড় ওফোঁড় হবেনা; বেড়ে মজা, বেড়ে মজা—

বীরে। এফোঁড় ওফোঁড় ক'রবে কিসে খুড়ো?

বিশ্ব। উলু উলু; আগুণ ধ'রেছে;—জলে আগুণ ধরেছে। ক খ গ ঘ ঙ।

নরে। আচ্ছা, বিশু খুড়ো, বিয়ে ক'ল্লেই কি লোকের মাথা খারাপ হয়?

বিশ্ব। তুলে দে, তুলে দে ; জুজুর ভয়, জুজুর ভয়। ক খ গ ঘ ঙ।

ধীরে। আচ্ছা খুড়ো, তুমি মেয়ে ইস্কুলগুলোর উপর অত চটা কেন বাপু ?

বিশ্ব। চাই বেলফুল, বিষ—বাপরে কেউটে সাপ !

নরে। কেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এ ক'য় যুগেই তো মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌তো।

বিশ্ব। পোকা ধ'রেছে—ডালিমে পোকা ধ'রেছে—ভাসিয়ে নিয়ে গেল—ভুস্‌।

নরে। কেন খুড়ো, লেখা পড়া কি এতই খারাপ ?

বিশ্ব। বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল—লীলাবতী, লীলাবতী।

ধীরে। লেখা পড়া না শেখালে যে মেয়েরা সভ্য হয় না খুড়ো !

বিশ্ব। মাকাল ফল—মাকাল ফল ; কুকুর্‌ ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা।

নরে। তোমার মতে তাহ'লে দেশশুদ্ধ লোকই বোকা ; কেমন খুড়ো ?

বিশ্ব। চাঁদের চেয়ে সূয্যি বড় ; ফুস্‌ মন্তোর উড়ে পালা।

নরে। দাদা, কলেজ যাবার বেলা হ'য়ে উঠ্‌লো, আর আমি বস্‌তে পাচ্ছিনে।

বিশ্ব। ডুবলো রে, ডুবলো।

নরে। তুমি যে দেখছি খুড়ো, লেখা পড়ার ব্যাপারটা একেবারেই তুলে দিতে চাও !

বিশ্ব। জাল পড়েছে, চ'খে জাল্‌ পড়েছে ; তেলি—হাত ফস্‌কে গেলি। চোখ ড'লে ফ্যাল্‌—চোখ ড'লে ফ্যাল্‌। আয়না—আয়না !

(বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ)

বৈষ্ণ। জয় হোক্‌ বাবুদের, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাই। একটা নূতন আয়নার গান শুনবেন বাবু ?

ধীরে। আচ্ছা গাও, কেমন আয়নার গান শোনা যাক্।

(বাউলের সুর)

গীত।

উল্টো দেখি আগা গোড়া।
মেয়ে মানুষের ছড়ি হাতে (কলিতে) পুরুষে লয় শীল নোড়া।

বিশ্ব। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ!

গীত। আগেতে বাপ খুড়া, কর্ত্তাগিরি ক'র্ত্তো তারা,
তাদের কাছে সব্ ছেলেরা থাকৃতো আজ্ঞাকারী;
এখন দেখ কালেরই দোষে, ছেলে কর্ত্তা হ'য়ে বসে,
বাপ খুড়ায় কেবল কসে, (ছেলেরা) দিবানিশি দেয় তাড়া।

বিশ্ব। বি এল এ ব্লে—বি এল এ ব্লে।

গীত। মা, ছেলের বিয়ে দিয়ে, থাকৃতো সুখে বৌকে নিয়ে,
বৌরা সব দাসী হয়ে, থাকৃতো শাশুড়ীর;
এখন সেই বৌ হ'চ্ছে পাঠরাণী, শাশুড়ী সব তার চাকৃরাণী;
ভাত্ না পায় ননদিনী, সোয়ামীকে করেছে ভ্যাড়া।

বিশ্ব। নাই দিলে কাঁধে ওঠে, নাই দিলে কাঁধে ওঠে; ছপাৎ ছপাৎ;
ব্যা—ব্যা।

গীত। আগেতে সব যুবতী, মানতো সব ব্রততিথি,
অভ্যাগত অতিথি পূজা কর্ত্তো যতনে;
থাকৃতো রত গৃহস্থালীতে, দেবতা গুরুজন সেবাতে,
এখন উল কলম হাতে, (মাগিদের) আর আছে বই পড়া।

বিশ্ব। এ, বি, সি, ডি—এ, বি, সি, ডি।

গীত। আগে সব মেয়ে জনা, ঘরের বাহির হ'তো না;
পুরুষে মুখ দেখাতো না, ছিল লজ্জার মূরতি ;
এখন তারা আর না মানে, ভাশুর মামাশ্বশুরগণে,
কথা কয় সবার সনে, থাকে না পুরুষ ছাড়া।

বিশ্ব। বিশে চাচা আপন বাঁচা।

গীত। প্রসবের পরে হায়, চা কিম্বা ব্রাণ্ডি খায়,
ঝাল মরিচ তাপ না চায়, মাই দেয় ছেলে নার্সে ;
(মাগী)আপনি থাকে সদা ফিটফাটে,
গা ঢেকে বডী কোটে, পায়ে জুতা মোজা এঁটে,
(মাগীদের) সদাই থাকে মেজাজ কড়া।

বিশ্ব। সভ্যতার আওরাণি—সভ্যতার আওরাণি ; বিজলি কড়াৎ।

গীত। সোহাগিনীর আদেশ বিনা, কেউ কোন কাজ করে না,
বৌ বই পূজা করে না অন্য দেবতার ;
ব'লবো কি অধিক কথা আর, মাগের ঘরে যেতে পাশের দরকার,
পুরুষের নাই আর নিস্তার, (মাগীরা) ক'রে যেন আকমাড়া।

বিশ্ব। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—অর্দ্ধেক লাথি অর্দ্ধেক চড়—রাশ্ কস, রাশ্ কস।

গীত। আগেতে স্বামী যত, থাক্‌তো দেবতার মত,
মাগীরা সব সেবা ক'র্ত্তো করি প্রাণপণ ;
এখন সে সব উল্টে গিয়েছে, স্বামীই মাগের সেবা ক'চ্ছে,
তাড়িয়ে দেয় মাগে পাছে, (ভয়ে স্বামী) গোলাম হয়ে রয় খাড়া।

বিশ্ব। বিলিতি সাবিত্রী—বিলিতি সাবিত্রী ; বল হরি, হরিবোল হরি !

ধীরে। কেমন নরেশ ভায়া, গানটির ভাব বুঝ্‌লে তো ?

নরে। তাই তো দাদা! গানটি যে বাস্তবিকই আয়না!

বিশ্ব। এই বেলা পালাই, আর না।

(প্রস্থান)

(বীরেন্দ্র কর্তৃক বাবাজীদিগকে বকসিস্ প্রদান ও তাহাদের প্রস্থান)

নরে। দাদা, আমার ইয়াদ হ'য়েছে, আর আমি লেখা পড়া জানা মেয়ের দিকে ফিরেও চাইব না। বিশু খুড়ো আর বাবাজিদের দৌলতে আজ আমার মস্তো একটা ধাঁধা কেটে গেল।

ধীরে। কেমন ভায়া, আর এখন বিশে খুড়োকে পাগল ব'লে উড়িয়ে দেবে?

নরে। আজ থেকে আমি বিশু খুড়োকে গুরুর মত ভক্তি ক'র্ব্বো। কথায় কথায় বেলা ঢের হয়ে গেছে দাদা! আর ব'স্‌তে পাচ্ছি নে; তবে এখন চল্লেম।

ধীরে। আচ্ছা, এস ভাই।

[নরেশের প্রস্থান।

(মনি অর্ডারের রসীদ লইয়া হরি চাকরের প্রবেশ)

ধীরে। তোর এত দেরী হ'ল কেন রে হ'রে?

হরি। আজ্ঞে বাবু, মাষ্টার মশায়ের জন্যে।

ধীরে। কেন, মাষ্টার মশাই কি ডাকঘরে ছিলেন না?

হরি। আজ্ঞে, তিনি অতগুলো মণিঅডার দেখে একেবারে জ্বলে উঠ্‌লেন।

ধীরে। তারপর?

হরি। বল্লেন, সকালে আমি এত মণিঅডার কত্তে পার্ব্বো না।

ধীরে। তুই কি বল্লি?

হরি। আমি বল্লেম, বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন; এই শুনে আরও গরম হ'য়ে উঠ্‌লেন। বল্লেন, রেখে দে তোর বাবু. আমি কি তোর বাবুর চাকর নাকি?

ধীরে। বটে! তারপর?

হরি। আমি আপনার নাম কল্লেম, তবে একটু ঠাণ্ডা হলেন। তখন বল্লেন, তুই একটু বস্, আমি একবার বেড়িয়ে আসি, তার পরে মণিঅডার হবে। আমি সেই ডাকঘরের রোয়াকে বসে থাকলাম, তিনি দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন।

ধীরে। তুই বসে রইলি কেন? ফিরে এলেই তো পাত্তিস।

হরি। আপনি যে ব'লে দিয়েছিলেন বড্ড দরকারি,—ক'রে আসাই চাই। তিনি এই মাত্র ফিরে এসে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কত কি লেখা পড়া করে, তবে এই রসিদগুলো দিলেন। (রসিদ প্রদান)

ধীরে। আচ্ছা, যা, আমার নাইবার জল ঠিক্ ক'রে রা'খ্‌গে।

[হরি চাকরের প্রস্থান।

ধীরে। (স্বগত) চেয়ারে বসলেই লোকের আর জ্ঞান থাকে না,—ধরা খানা সরার মত দেখে! সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বাবুকে কত বলে ক'য়ে চাকরিটে করে দিলেম, আর এখন কি না চেয়ারে ব'সে, সব ভুলে গিয়েছে! বলিহারী কলিকাল!

(কয়েকজন সমাজসংস্কারকের প্রবেশ।)

সংসংগণ। নমস্কার হই মহাশয়!

ধীরে। নমস্কার, বসুন।

১ম সংসং। মহাশয়ের নাম কি বীরেন্দ্র বাবু?

বীরে। আজ্ঞে হাঁ, আপনাদের কি প্রয়োজন?

১ম সংসং। আমি আর আমার এই মহোদয় বন্ধু কয়েকটি মিলিয়া আমাদিগের অধঃপতিত গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছি। মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিত সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থিতেছেনা। অতএব মাসে মাসে কিঞ্চিৎ চাঁদারূপ আহার প্রদানে তাহাকে প্রতিপালিত করতঃ আমাদিগকে ও পাঠার্থিনী বালিকাগণের পিতা মাতাদিগকে বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়।

বীরে। মাপ ক'র্‌বেন ম'শাই, আমিও স্বামী-মারার কৌশল শেখার আড্ডা রক্ষার জন্য এক পয়সাও দিতে পার্ব্বো না।

সংসংগণ। (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক) শান্তি! শান্তি! শান্তি!

২য় সংসং। আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, যে আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখ হইতে এরূপ অশ্লীল ভাষা পরিপূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করিতে হইল!

বীরে। যাদুঘরটি কতদিন হ'লো বানিয়েছেন?

১ম সংসং। আপনার কথার অর্থ আমরা তো কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিনা। আপনি যাদুঘরের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

বীরে। ঐ আপনাদের বালিকা বিদ্যালয়গুলোকেই আমি যাদুঘর ব'লে থাকি; কেন বলুন দেখি, ছুঁড়ীগুলোর ভাবি স্বামীর সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন?

সংসংগণ। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

২য় সংসং। আপনি বারম্বার ও রূপ অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া কেন আমাদিগকে অকারণ পাপগ্রস্থ করিতেছেন। অস্থ

আমাদিগের এই জন্য অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল পরম দয়াময় ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিলে তবে এ পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

বীরে। আপনাদের নিবাস কোথায়?

১ম সংসং। উৎসন্ন গ্রাম।

বীরে। সেখানে তো মোটে ১০।১২ ঘর লোকের বাস, সেখানেও এ আপদ ঢুকেছে?

২য় সংসং। অনবরত আপনার নিকট হইতে অযথা অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগের আত্মা যার পর নাই কলুষিত হইতেছে। (চক্ষু মুদিয়া জোড়হস্তে) হে জগৎ-রক্ষক! নিজগুণে আমাদিগের কলুষিত আত্মাকে পরিষ্কার করিয়া দিউন।

বীরে। এপর্য্যন্ত কত জনকে ভুলিয়ে এ যাদুঘরে ঢোকাতে পেরেছেন?

সংসং। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

২য় সংসং। মহাশয়ের কত দূর পর্য্যন্ত ইংরাজিলেখাপড়া শিক্ষা করা হইয়াছে?

বীরে। (হাস্য করত) ক্রোশ খানেক।

১ম সংসং। আপনার কি বি, এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে?

বীরে। একটি পুত্রসন্তানও হ'য়েছে।

২য় সংসং। আপনার নিকট হইতে আমরা কি এইরূপ ভদ্রতা শিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছি?

বীরে। কি কর্ব্বো, আমার দুরদৃষ্ট!

১ম সংসং। এক্ষণে আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা দানে বাধিত করুন।

বীরে। আপনারা যাদুঘরের নামে না চাইতেন তো বিনা বাক্যব্যয়ে আপনাদিগকে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিতেম।

সংসং। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

বীরে! যাতে পরের সর্ব্বনাশ হয়, এমন কাজের সহায়তা করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

২য় সংসং। আপনি কি উপায়ে জানিতে পারিলেন যে, ইহাতে পরের সর্ব্বনাশ হইবেক।

বীরে। আমার এইরূপ বিশ্বাস।

১ম সংসং। আপনার মত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হওয়া কখনই উচিত নহে।

বীরে। অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হ'বো কেন? আমি যে একজন ওবিষয়ে ভাল রকম ভুক্তভোগী।

১ম সংসং। কিসে আপনার ওরূপ ভ্রম বিশ্বাস জন্মিয়াছে?

বীরে। সে অনেক কথা, আপনাদের যাদুঘরে বিদ্যা-সুন্দর পড়ান হয় তো?

সংসং। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

বীরে। কেন, গান শেখান হয় না?

১ম সংসং। ঈশ্বর প্রেমের গান শিক্ষা দেওয়া হয়।

বীরে। তবে বিদ্যা-সুন্দরের নাম শুনে অত চম্‌কে উঠলেন কেন? তাতেও তো সুন্দর প্রেমের গান আছে।

সংসং। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

১সংসং। এ গ্রামে কি অদ্যাপি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই?

বীরে। হ্যাঁ, একটি আড্ডা দিনকতক ছিল বটে, আমি অনেক যত্নে ও কষ্টে সেটি উঠিয়ে দিয়েছি।

২য় সসং। হায় ভারত-মাতা! এখনও তোমার উদ্ধারের অনেক বিলম্ব আছে দেখিতে পাইতেছি।

বীরে। আপনাদের মত সুসন্তান থাক্‌তে আর ভারত-মাতার উদ্ধারের ভাবনা কি!

২য় সংসং। এখনও যে ঘরে ঘরে কুসংস্কার দেখিতে পাইতেছি!

বীরে। আপনারা যদি দয়া করে যাদুঘরটি তুলে দিতে রাজি হন, তাহ'লে আমি এখনই আপনাদিগকে অম্লানবদনে একশ' টাকা দেই।

সসং। (সকলে) শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

২য় সংসং। মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমরা তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া শীতল হই।

বীরে। আহা, তাহ'লে উৎসন্ন গ্রামটি আর উৎসন্ন যায় না!

১ম সংসং। অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে; অন্য একদিন আপনার নিকট আসিয়া এ বিষয়ে আপনাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বীরে। আমি বেশ বুঝেছি, আমাকে আর আপনাদের কষ্ট ক'রে বোঝাতে আসবার প্রয়োজন নাই।

২য় সংসং। হে ভক্তবৎসল! হে পরম দয়াময় ঈশ্বর! তোমার নিকট আমাদিগের সানুনয়ে এই প্রার্থনা যে, তুমি দয়া করিয়া বীরেন্দ্র বাবুকে সৎপথে আনয়ন কর,—তাঁহার সুমতি দাও।

বীরে। আপনাদের যাতে সুমতি হয় সেই জন্যই প্রার্থনা করুন; তাহ'লে দেশের অনেক উপকার হবে।

১ম সংসং। তবে অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। (নমস্কার)

[সমাজ-সংস্কারগণের প্রস্থান।

বীরে। যে আজ্ঞা! (ঘড়ী দেখিয়া) উঃ! বেলা যে প্রায় দশটা বাজে দেখ্‌ছি। যাই আবার খানিক যমযন্ত্রণা ভোগ করিগে। বাড়ীর

ভিতর যেতে হ'লেই গা কাঁপে, যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণই যা একটু মনের সুখে থাকি। স্ত্রী ত নয়, যেন রায়বাঘিনী! আমি যাতে কষ্ট পাই, তাই ক'র্ব্বে, তাতে যদি ওর নিজের কষ্ট হয় সেও স্বীকার! এসব আজ-কালকার স্ত্রী-শিক্ষার বিষময় ফল! দেখি, এই রসিদগুলো দেখিয়ে যদি আজ সন্তুষ্ট ক'ত্তে পারি! ওরে হ'রে, বাক্সটা বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা!

(প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া হরে চাকরের প্রবেশ।)

হরি। বাবা! বাবা!! বাবা!!! এমন বৌ-ঠাকুরুণ তো কখনও দেখিনি! গিন্নিমাকে যেন চ'র্কীতে ঘুরিয়ে নে বেড়াচ্ছে গো! আহা, বুড়ো মাগীকে কত গালাগালিই দিলে, তবু মাগী—না রাম—না গঙ্গা! বৌ ঠাকুরুণ যেন উলুই চণ্ডী,—কেবল রেগেই আছেন; এমন বাবুর কপালে এমন খণ্ডারণী মাগও জুটেছে! [বাক্স লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শয়ন-কক্ষ)

মৃদঙ্গবালা। (খাটে বসিয়া) ঝি-বেটিকে আজ মজাটা দেখিয়ে তবে ছাড়ব;—সেই কখন তাকে দু'খানা খাম আন্‌তে পাঠিয়েছি, এখনও ফিরে এলোনা! ছেলেটাকে মার্‌লে শাশুড়ী বেটি আবার ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে আসেন; ও বেটিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তবে আমার অন্য কাজ।—বেটিকে যম যেন ভুলে গিয়েছে! ননদ বেটিকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দিয়েছি, এখন

ঐ শাশুড়ী বেটিকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পার্‌লেই বাঁচি, ঐ বেটিই হ'য়েছে আমার সুখের কণ্টক। ওকে তাড়াতে না পার্‌লে মাকে এনে সংসারে গিন্নি ক'রে রাখ্‌তে পা'র্‌ছিনা। (ডাকের খাম হস্তে ঝির প্রবেশ) গিন্নি মার সোহাগে আর চ'খে দেখ্‌তে পাওনা, না ? খাম আন্‌তে গিয়ে গিন্নি মার ফর্‌মাস্‌ খাট্‌ছিলে, কেমন ? বেরো বেটি আমার বাড়ী থেকে, খাবেন আমার, আর ফর্‌মাস খাট্‌বেন গিন্নিমার !

ঝি। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌তে পারি বৌ-দিদি, গিন্নি মার সঙ্গে আমার দেখাও হয় নি ; আমি বরাবর ডাকঘরে গিয়ে খাম নিয়ে আস্‌ছি।

মৃবা। আচ্ছা, আমি সন্ধান ক'চ্ছি ; যদি জান্তে পারি যে তুমি গিন্নিমার ফরমাস্‌ খেটেছো, তা হ'লে আজ ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ্‌ ঝেড়ে দেবো। বেটা বেটিরা সব গিন্নিমার হ্যাপা নিয়েই গ'লে আছেন ; ওরে বেটা বেটিরে, তোরা এটা বুঝিস্‌নে, যে তোদের গিন্নিমাও তোদেরই মত একজন চাকরাণী বৈ আর কিছুই নয়।

ঝি। বাবা তাড়কনাথের দিব্বি করে ব'ল্‌তে পারি, খাম আন্‌তে গিয়ে আমি এক তিলও কোথাও দাঁড়াইনি।

মৃবা। হ্যাঁরে, সে ডাকহরকরার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিলো ?

ঝি। এই এখনও আবার ডাকঘরে দেখা হলো।

মৃবা। তাকে সব ব'লে দিয়েছিস্‌ তো ?

ঝি। হ্যাঁ, আমি তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছি, এখন থেকে সে তোমার নামের চিঠি বাড়ীর ভিতর এসে দিয়ে যাবে।

মৃবা। দেখিস্‌, ঠিক তো ?

ঝি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।

মৃবা। আচ্ছা তুই এখন যা; এই খাম দুখানা লেখা হ'লে ডাকঘরে দিয়ে আসতে হবে। (ঝির প্রস্থান) চিঠিখানা পাঠাতে যেন কেমন ভয় ভয় ক'চ্চে; পরপুরুষের সঙ্গে কখনও চিঠি লেখা-লিখি করিনি কিনা, তাই প্রাণটার ভিতর এখন গুর্ গুর্ ক'রে উঠ্‌ছে। যাহ'ক, আর দেরী করা হবে না, এইবেলা পাঠিয়ে দিই, কি জানি আবার কোত্থেকে ফস্ ক'রে বাঁদরটা এসে প'ড়্‌বে। (খামের উপর লিখিয়া) ওরে ঝি, এইদিকে আয় তো। যেমন করে হ'ক, ঝি বেটিকে হাতে রাখ্‌তেই হবে; তা নইলে, আমার এ সব কাজ সুবিধা মত চ'ল্‌বে না। আহা, গঙ্গাজল আমার কি সুখেই আছে, শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই, একটা ভাতার সেটা পর্য্যন্তও পথে পথে পাগলামি ক'রে বেড়াচ্ছে, যখন যা ইচ্ছে হ'চ্চে তখনই তাই কচ্ছে! (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমার অদৃষ্টে কবে এমন হবে, যে একটু গা মেলে আমোদ আহ্লাদ করে বাঁচবো! (ঝির প্রবেশ) এই নে, এই চিঠিখানা ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে আয়। সাবধান, যেন আর কারও হাতে দিস্‌নে। (ঝির প্রস্থান ও একখানি নভেল পড়িতে পড়িতে মৃদঙ্গবালার খাটে শয়ন এবং কিঞ্চিত পরে রসিদ হস্তে বীরেন্দ্রের প্রবেশ। আড়চক্ষে দেখিয়া নভেল রাখিয়া) বাবারে! গেলুম রে মলুম রে; কোন পোড়ার মুখো একবার দেখলে না রে। (কুঁতুনী)

বীরে। (স্বগত) এই, আমাকে দেখেছে আর কুঁতুনী আরম্ভ করেছে! এমন ক'রে আর কতকাল কাটাবো! (প্রকাশ্যে) মিদু! আবার কি অসুখ হ'য়েছে?

মৃবা। আর আমার সঙ্গে কা'কেও আলাপ ক'র্ত্তে হবে না; মা'তো ভালো আছে, তা হ'লেই হলো। (কুঁতুনী)

বীরে। মিছু, তোমার কষ্ট দেখ্‌লে আমার প্রাণ যে ফেটে যায়, তা কি তুমি জান না? কি অসুখ হ'য়েছে মিছু!

মৃবা। আর তোমার ভালবাসা জানাতে হ'বে না, আমি ম'লে তো তুমি এখন বাঁচো। (কুঁতুনী)

বীরে। প্রাণটা যদি খুলে দেখাবার উপায় থাক্‌তো, তা হ'লে দেখ্‌তে পেতে মিছু, আমি তোমায় কত ভালবাসি। কি অসুখ ক'রেছে মিছু?

মৃবা। আমার কি অসুখ ক'রেছে তা তুমি বুঝতে পা'র্‌বে কেন?

বীরে। আমি তো অন্তর্যামী নই মিছু, না ব'ল্লে কেমন ক'রে বুঝতে পার্ব্বো?

মৃবা। আমি তো আর কাকেও বোঝবার জন্য পায়ে ধ'রে সাধাসাধি ক'চ্ছিনে, আমি আপনার দুঃখে আপনিই কাঁদ্‌ছি। তুমি বুঝি এখন সময় পেয়ে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে এলে? আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে; তুমি তোমার মার কাছে বসে যত পার আমার নিন্দা কর গে। আমার যদি অদৃষ্ট মন্দই না হবে, তাহলে আর তোমার মত সোয়ামীর হাতে পড়্‌বো কেন? (কুঁতুনী)

বীরে। মাথা ধ'রেছে মিছু?

মৃবা। তাহলে বুঝি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? (কুঁতুনী)

বীরে। তবে কি পেট ব্যথা কচ্ছে?

মৃবা। তোমার আর ন্যাকামো ক'রে আমার গা জুড়িয়ে দিতে হবে না; আমি এখন তোমার সঙ্গে অত বক্‌তে পারিনে। (কুঁতুনী)

বীরে। কি অসুখ হ'য়েছে না জান্‌তে পাল্লে, ওষুধ দেবো কেমন ক'রে মিনু ?

মৃবা। তা আমাকে ঔষধ দেবে কেন ?, আমার তো আর প্রাণের মূল্য নাই। আমি তোমার এমনই চক্ষুশূলই হ'য়েছি বটে, আমাকে মেরে ফেল্‌তে পাল্লেই তুমি বাঁচো। (কুঁতুনী)

বীরে। তুমি কি ক'রে এমন শক্ত কথাটা ব'ল্লে মিনু ? আমি কি তোমাকে কখনও কোনও রকম অযত্ন করেছি ?

মৃবা। আমার কথা তো তোমার শক্ত লাগবেই ! যে তোমাকে নরম কথা বলে তার কাছে যাও,—তোমার মা'র কাছে গিয়ে নরম কথা শোন গে। (কুঁতুনী)

বীরে। আমার মাথা খাও মিনু, তোমার কি অসুখ ক'রেছে বল ?

মৃবা। তোমার দুটো চ'খের মাথা খেয়ে কি দেখ্‌তে পাচ্ছো না যে আমার পেটে ব্যথা ধরেছে ; আমাকে দেখ্‌তে হ'লে তোমার চ'খে আগুন লাগে, না ? (কুঁতুনী)

বীরে। (বাক্স হইতে কাগজে ঔষধ লইয়া) মিনু, হাঁ কর, এই ওষুধটা খাও।

মৃবা। তুমি কেন আবার আমাকে জ্বালাতন ক'র্ত্তে এলে ! (কুঁতুনী)

বীরে। (মুখের কাছে কাগজ লইয়া গিয়া) একটু হাঁ কর, আমি ঢেলে দিচ্ছি।

মৃবা। (সজোরে হাত ঠেলিয়া দিয়া) যাও, তোমার আর অত সোহাগ জানাতে হবে না। পোড়া যম তো আমায় নেবে না ! (কুঁতুনী)

বীরে। ঔষধ না খেলে রোগ সারবে কি করে মিনু ?

মৃবা। তোমার ঔষধ দেওয়ার যে ভক্তি ! দেখে গা জুড়িয়ে যায় !

একখানা ময়লা কাগজে ক'রে উনি ঔষধ নিয়ে এলেন,—ব্যাগার দেওয়া বৈ ত নয়! (কুঁতুনি)

বীরে। (পুনরায় বাক্স হইতে ঔষধ লইয়া) এই বার ফরসা কাগজে করে নিয়ে এসেছি,—হাঁ কর।

মৃবা। বিষ্ টিষ্ দিচ্ছ না তো? (হাঁ করণ ও বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক ঔষধ প্রদান) (কুঁতুনী)

বীরে। তুমি যে আমায় আজও চিন্‌তে পাল্লে না মিহু! এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না!

মৃবা। চিন্‌তে আর পারিনি! তুমি আমা ছাড়া আর কাকেও জান না, ভুলেও মার কাছে পর্য্যন্ত যাও না, কেবল রাতদিনই আমার সুখের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছ—

বীরে। যাই বল মিহু, এমন স্বামী কিন্তু অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে!

মৃবা। আর আমিই তবে বড় মন্দ, না?

বীরে। আমি তো তোমায় মন্দ ব'ল্‌ছিনে মিহু।

মৃবা। একবার মর্‌তে পারি তো টেরটা পাও। আমাকে নেহাত ভালমানুষ পেয়েছ কি না, তাই যা ক'চ্ছ সবই মানিয়ে যাচ্ছে। অন্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়তে ত তোমায় দিনের মধ্যে বিশ বার কাণে ধ'রে ওঠাতো বিশ বার কাণে ধ'রে বসাতো।

বীরে। এই নাও মিহু, মণিঅর্ডারের রসিদ গুলো রাখো।

মৃবা। আমি অবার মণিঅর্ডারের রসিদ নিয়ে কি ক'রবো, বাড়ীর একজন চাকরাণী বৈ ত নই!

বীরে। যে সব মাসহারার টাকা পাঠিয়েছি, তারই রসিদ

মৃবা। মাসহারার টাকা আবার কা'কে পাঠান হ'লো!

বীরে। তোমার কথা মত যাদের পাঠান হ'য়ে থাকে।

মৃবা। আমি এই রোগের যাতনায় ছট্‌ফট্ ক'রে মর্‌ছি, আর তুমি বুঝি এখন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এলে,—মাসহারার খোঁটা দিতে এলে! পোড়া বিধাতার দেখা পাই ত দু হাতে ঝঁ্যাটাই।

বীরে। যদি কাকেও পাঠাতে ভুল হ'য়ে থাকে, তাই তোমাকে দেখাতে এনেছি।

মৃবা। আমার সম্বন্ধে তো তোমার ভুল হবেই, এ ত আর তোমার মা বলিনি!

বীরে। কথা ব'ল্লেই তুমি উল্টো করে নেবে, তবে আর কথা কইবো কি ক'রে মিনু!

মৃবা। আমার সঙ্গে কথা কইতে যদি তোমার বিরক্ত বোধ হয়, কথা না কইলেই পার। মাস যায় যায়, এখন উনি মাসহারার টাকা পাঠিয়ে এলেন! এর চেয়ে তারা সব ম'রে গেলে পাঠালে না কেন?

বীরে। আজ মাসের ৫ই বই ত নয়, এত দিন যে হাতে টাকা ছিল না, মিনু!

মৃবা। আমার সম্পর্কে টাকা দিতে হ'লেই তোমার টাকায় আগুন লাগে।

বীরে। সব মাসের ১লা তারিখেই তো পাঠিয়ে থাকি, এবার দৈবাৎ দেরী হ'য়ে গিয়েছে, মিনু।

মৃবা। কা'কে কত পাঠালে বলই না কেন, তাতে আর তোমার মা রাগ ক'রবে না, আর ভয়েতেই গেলে!

LIBRARY

বীরে। তোমার মামার পিশতুতো ভগ্নিপতির শালার ছেলেকে দশ টাকা, তোমার সইমার ধর্ম্মছেলের মাসতুতো বোন্‌কে পাঁচ টাকা, তোমার ভা'জের ভগ্নিপতির মামাতো ভায়ের বন্ধুকে দশ টাকা—

মৃবা। দশ টাকা কেন? ওকে যে কুড়ী টাকা পাঠাতে ব'লে দিয়েছিলেম।

বীরে। ওটা ভুল হ'য়েছে মিহু, কালই আর দশ টাকা পাঠিয়ে দেবো।

মৃবা। মাকে টাকা পাঠাও নি?

বীরে। হ্যাঁ, পাঠিয়েছি বৈকি, তার রসিদ এখনও নীচে আছে।

মৃবা। আচ্ছা, বলে যাও শুনি।

বীরে। তোমার দ্যাখন-হাসির ভাইপোকে দশটাকা, তোমার পিশের ভাইয়ের মামার শালার ছেলেকে পোনেরো টাকা, আর তোমার মাকে পঞ্চাশ টাকা।

মৃবা। আমার ভাইপোর ছেলেকে পাঠাও নি?

বীরে। সে কথা তো আমায় বলনি মিহু।

মৃবা। বলিনি? এ যে আমার বাপের সম্পর্কে দিতে হ'বে, এ ত মনে থাক্‌বেই না; তোমার মা বুনের সম্পর্কে হতো, তা হ'লে মনে থাক্‌তো।

বীরে। আচ্ছা, কাল পাঠিয়ে দেবো। কত টাকা পাঠাতে হবে? (রসিদ প্রদান)

মৃবা। আমার সম্পর্কে তো আর বেশী টাকা দেবে না, চল্লিশ টাকা পাঠিও, তাতেই যেমন ক'রে হ'ক্ এক রকম জল আহার ক'রে দিন কাটাবে।

বীরে। (মৃদঙ্গবালার হস্ত ধরিয়া) হীরের আংটীটা কি হ'লো মিহু?

মৃণা। (জোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া) তদারক ক'র্‌তে এসেছো না কি? দেখ্‌ছনা আমার মা ভাইকে সব চুইয়ে দিচ্ছি!

বীরে। আংটীটা হাতে দেখ্‌ছিনে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মৃণা। ভারি ত গহনা দিয়েছেন, তাই আবার তার খোঁজ নিতে আসা হয়েছে! পোড়া অদৃষ্টে গহনা পরা থাক্‌লে আর তোমার হাতে পড়তেম না!

বীরে। বল কি মিনু! তোমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়ে সব গহনা গড়িয়ে দিইছি,—স্যাক্‌রারা যে আর গহনার নাম খুঁজে পায় না।

মৃণা। উঃ! উনি যেন সব স্যাক্‌রার দোরে দোরে ঘুরে এসেছেন!

বীরে। আচ্ছা, তোমার কি গহনা নেই বলো, আমি তোমাকে কালই গড়িয়ে দেবো।

মৃণা। আর অতোয় কাজ নেই; ঢের গহ্না প'রিছি!

বীরে। কাজ নেই কেন? নাম করো না।

মৃণা। নাম ক'রে আর কি ক'র্‌বো—অদৃষ্টে তো নেই!

বীরে। নাম না ব'ল্লে আমি আর কি ক'র্‌বো! সত্যি মিনু আংটীটে কি হলো?

মৃণা। আংটীটে আমার ভাইকে দিয়েছি, শুন্‌লে?

বীরে। সত্যি সত্যি তোমার ভাইকে দিয়েছ?

মৃণা। কেন, আমার ভাইকে কি কিছু দিতে নাই?

বীরে। দিতে থাক্‌বে না কেন! তবে আংটীটে——

মৃণা। ভাইকে দিয়েছি ব'লে, বড়ই দুঃখ হ'য়েছে; না? একেবারে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, কেমন?

বীরে। আংটীটে তুমি প'র্‌বে ব'লে আমি নিজে পছন্দ করে, পাঁচশ'

টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলেম, আমায় ব'ল্লে না কেন, আর একটা আংটি কিনে দিতেম।

মৃণা। ইস্! আমার ভাই বোনকে দিতে দিতে তো তোমার গায়ে ছড় পড়ে গেল।

বীরে। তুমি যখন যা ব'ল্‌ছ, তখনই তো তাই দিচ্ছি মিনু।

মৃণা। আর অতো বাহাদুরীতে কাজ নেই; আমার মা ব'নের নামে তোমরা শিউরে ওঠো, তোমাদের জলের পুখুরে আগুণ লাগে। এই তোমার মা যে সেদিন গ্রহণের সময় এক জায়গায় ব'সে, পাঁচ হাজার টাকা বিলিয়ে দিলেন, তাতে কিছু হয় না? না, সে যে তোমার মা, তাতে দোষ হয় না!

বীরে। দেখ মিনু, তুমি সব কথাতেই আমার মার সঙ্গে তুলনা দাও; মার সঙ্গে কি এ জগতে কারো তুলনা হয়?

মৃণা। না হয়, না হয়; তুমি আমার ঘর থেকে বেরোও।

বীরে। ছি মিনু, তুমি অমন ক'ল্লে আমি আর কার কাছে সুখ পাবো!

মৃণা। কবে আমি বিধবা হবো যে বাঁচবো।

বীরে। মিনু! তুমি কি ক'রে একথা ব'ল্লে! তুমি কি রাগে একেবারে জ্ঞানহারা হ'য়েছ।

মৃণা। আচ্ছা, তোমার আর ন্যাকামো ক'র্ত্তে হবে না; তুমি এখন' এখান থেকে ওঠো। ওঠো বলছি,—তবু বসে রইলে? এখানে ম'র্ত্তে এয়েছ কেন?—তোমার মার কাছে গিয়ে মর না। এখনও ব'ল্‌ছি ওঠো, নইলে ভাল হবে না; উঠ্‌লে না? তবে রে পোড়ারমুখো!

(পদাঘাত ও খাট হইতে বীরেন্দ্রের ভূমিতে পতন।)

বীরে। (দাঁড়াইয়া) উহুহু, বড় লেগেছে!

মৃবা। (হিষ্টিরিয়ার ফিট)

বীরে। (তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া বাতাস ও শুশ্রূষা) কেন ম'র্ত্তে আংটির কথা তুলেছিলেম! মিছু, মিছু, ও মিছু! কি করি, কা'কে ডাকি! এ যে নিশ্বাস পড়্ছে না, দেখ্ছি। ভগবান কি কল্লে! আহা, দম ফেটে ম'রে যায় বুঝি! মিছু, মিছু, কি সর্ব্বনাশ হলো! (মৃদঙ্গবালার নিশ্বাস ত্যাগ) আঃ বাঁচ্লুম, নিশ্বাস ফেলেছে। মিছু জল খাবে? (মৃদঙ্গবালার হাঁ করণ ও বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক জলদান) মিছু, এখন একটু সেরেছো, কথা কও মিছু।

মৃবা। হয় তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়াও, না হয় আমাকে তাড়িয়ে দাও, আমি কিছুতেই ও বেটির চাকরাণী হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। কেন, আমার বাপের কি ভাত নেই!

বীরে। ছিঃ মিছু, মাকে অমন কথা ব'লতে আছে! তাতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে।

মৃবা। আমি তা কিছুতেই শুনবো না; ও কি না আমার ওপর কথা কয়, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

বীরে। মার কথায় কি রাগ ক'র্ত্তে আছে মিছু! উনি নিশ্বাস ফেল্‌লে, আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবে।

মৃবা। ইস্! ধেড়ের শাপে আবার বিল শুখাবে! ওঁর মার বকুনি খেতে হবে, ওঁর ভাইদের মুখনাড়া সইতে হবে, ওঁর চাকরকে পর্য্যন্ত ভয় ক'রে চ'ল্‌তে হবে, আমি এত সইবো কেন? আইন মত তোমার রোজগারে আমার অর্দ্ধেক অংশ আছে— তা তুমি জানো? হয় তুমি তোমার মা ভাইকে আলাদা করে

দাও, না হয় তুমি তাদের নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর, আমাকে পৃথক করে দাও। আমি আর কিছুতেই এক সংসারে থাক্‌বো না। বাবা আমায় এমন লোকের হাতেও দিয়েছিলেন! আমি রাতদিন হাড়ে নাড়ে জ্বলে মলেম। আবার শুন্‌ছি নাকি তোমার ব'ন্‌কে মাসহারা দেবার জন্য তোমার জগদ্ধাত্রী মায়ের হুকুম হ'য়েছে! সে সর্ব্বনাশী কবে আঁটকুড়ি হবে যে আমার হাড় জুড়োবে।

বীরে। আহা, কেন তাকে গালাগালি দেও মিহু।

মৃবা। ইস্! দেখো, যেন মূর্চ্ছা যেওনা। গন্তানী ব'ন্‌কে গালাগালি দিয়েছি ব'লে একেবারে আঁতে ঘা লেগেছে! গালাগালি দেবোনা! সর্ব্বনাশী—আমার খাবে, আবার আমার উপর টেক্কা মা'রবে। তুমি এখন থেকে মাসে মাসে তোমার রোজগারের অর্দ্ধেক টাকা আমায় ভাগ করে দিও বল্‌ছি, নইলে তোমার ভাল হবে না।

বীরে। আমার ভাই ব'নেরা তো তোমায় খুব ভক্তি করে মিহু।

মৃবা। তবু ভাল যে পূজো করে বলো নি! আমি কারও ভক্তিও চাই নে অভক্তিও চাই নে। তুমি এখনি তোমার খুড়ো, ভাইদের বাড়ী থেকে বিদেয় করো বলছি। বাবুদের জন্যে আমার ভাইটি এসে দুদিনের তরেও সুখে থাকতে পারে না। বাবুরা আমার খাবেন, আবার আমারই সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন। কেন,এ সব আমি সইবো কেন? তুমি আজই এ সবের একটা বিহিত কর ব'ল্‌ছি, নইলে আমি আফিং খেয়ে ম'র্‌বো।

বীরে। তুমি লেখাপড়া জান, বুদ্ধিমতী, ওসব কথা কি ব'ল্‌তে আছে! —ওতে যে লোকে নিন্দা ক'র্‌বে।

মৃবা। বেশ, বেশ, আমাকে আর বুদ্ধিমতী ব'লে ঠাট্টা ক'র্ত্তে হবেনা। আমার মত বোকা বৌ পেয়েছিলে তাই সব মানিয়ে গেল; নইলে এতদিন টেরটা পেতে। আমার যদি পোড়া বুদ্ধিই থাক্‌বে, তাহ'লে কি আর তোমার মা, ভাই, বোন, ভাগ্নে আমাকে এত করে হেনস্থা ক'র্ত্তে পা'র্ত্তো! যণ্ডা দেওরগুলোর পরামর্শে চাকর চাক্‌রাণী গুলো পর্য্যন্ত আমায় অপমান ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রেছে; আর দুদিন বাদে, হয় ত ধ'রে ধ'রে মা'র্‌বে! আমার অপমানে আর তোমার কি যাবে আস্‌বে! তোমার ভাই, ব'ন, মা সুখে থাক্‌লেই হলো।

বীরে। চাকরে তোমায় অপমান ক'রেছে! কোন্ চাকরের এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মৃবা। কেন, এতক্ষণ কি কাণে শোলা দিয়েছিলে? না তোমার মা, ভাই, বুনের কথা ভাবছিলে? হ'রে, হ'রে,—তোমার মার আদরের চাকর হ'রে! কেমন, এখন শুন্‌তে পেয়েছো তো? না, মার্ ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছ!

বীরে। হ'রে তোমার অপমান ক'ল্লে।

মৃবা। কেন, আমার কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হ'ল না?

বীরে। আমি কি তোমায় অবিশ্বাস কচ্ছি মিনু! চাকর হয়ে অপমান কল্লে?

মৃবা। অপমান কি আর সে করেছে! তার বাবার টেংরি কি যে সে আমার অপমান করে!

বীরে। তবে এই যে বল্লে হ'রে চাকর তোমায় অপমান করেছে।

মৃবা। তুমি পুরুষ মানুষ হ'য়েছিলে কেন? গলায় দড়ী দিয়ে ম'র্‌তে পারনা! তোমার গুণবতী মা-ঠাকরুণ আর তোমার গুণবান

ভাইরা তাকে দিয়ে আমায় অপমান করিয়েছেন। বুঝেছো বোকারাম! তুমি এমন বোকা না হ'লে আর তোমার মা ভাই গুলো অনায়াসে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে গাব-কোটানি করে খাচ্ছে, আর বাবু গিরি কচ্ছে!

(ফণীন্দ্রের প্রবেশ।)

ফণী। দাদা, বেলা যে ঢের হয়েছে নাইবে না?

বীরে। তোমরা নেয়েছো?

ফণী। না, এখনও নাইনি!

বীরে। যাও, তোমরা নেয়ে খেয়ে কলেজ যাও, আমার জন্য দেরী করোনা।

ফণী। আজ যে কলেজ বন্ধ।

বীরে। আচ্ছা, তোমরা নাওগে, আমি যাচ্ছি!

ফণী। আর দেরী ক'রনা দাদা, বড় বেলা হয়েছে।

[প্রস্থান।

মৃবা। আমার কাছে এসে একটু বসেছো ব'লে ওঁদের চ'খ টাটিয়ে উটেছে; আমার হিংসাতেই বেটা বেটীরে মরেন।

বীরে। বেলা হ'য়েছে তাই নাইতে ডাকতে এসেছে, এতে আর দোষ কি হ'য়েছে মিহ্।

মৃবা। ওদের দোষ কি আর তুমি দেখ্‌তে পাও? সে সময়ে যে তোমার চ'খে ছানি পড়ে!

বীরে। তুমি নেয়েছো মিহ্?

মৃবা। আমার তো আর এখানে মা ভাই ব'ন নেই যে আমাকে নাইবার জন্য সাধ্‌তে আস্‌বে, কাজেই আমাকে নিজে নিজে গিয়ে সকালে সকালে নাইতে হয়।

বীরে। তোমার শরীর খারাপ, সকালে সকালে নাওয়াই ভাল।

মুবা। আমার শরীর খারাপ ব'লে তো তোমাদের আর ঘুম হয়না! আমি ম'লেই তো, তোমরা বাঁচ। সেই কখন সকালে নেইচি, এখনও পর্য্যন্ত আমাকে কেউ একটু জল খেতে দিলেনা; এতে আর পিত্তি পড়বেনা কেন? আরও বলা হ'লো, তোমার দেওরেরা তো তোমায় খুব ভক্তি করে।

বীরে। তুমি এখনও জল খাওনি মিছ্! তবে ও খালা খানায় কিসের গুঁড়ো গাঁড়া পড়ে রয়েছে?

মুবা। স্বপ্ন দেখছো নাকি? গুঁড়ো গাঁড়া আবার দেখ্লে কোথায়?

বীরে। এই যে খাটের তলায়!

মুবা। (স্বগত) ঝি সর্ব্বনাশী বুঝি ও গুলো এখনও নিয়ে যায়নি! (প্রকাশ্যে) কি কর্ব্বো, নেহাত পেট জ্বলে উঠলো তাই ঝিকে দিয়ে দুখানা রাতাবি, বাগবাজারের দুটো রসোগোল্লা, খান-আষ্টেক কচুরী আর দুখানা অমৃতি আনিয়ে খেইছি, তা ওতে কি আর পিত্তি রক্ষা হয়! ও বাড়ীর মেজবউ বলে, যে তোর এই শরীর খারাপ,—তুই রোজ রোজ সকালে উঠে দু গেলাস করে বেদানার সরবৎ খেতে পারিস্ নে; তা আমার জন্মে পয়সা খরচ কত্তে হ'লে যে তোমাদের সর্ব্বনাশ হয়,—হাতে একটি পয়সাও থাকেনা!

বীরে। বেদানার রস খেলে তোমার শরীর ভাল হয়, একদিনও তো এ কথা তুমি বলোনি।

মুবা। রাত্রে ভাত খেলে সয়না ব'লে চাট্টি করে পোলাও খাই, তাই তোমার মা ভাই পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ায়! আর বেদানার রস খেলে তো ঢোল ঘাড়ে ক'র্ব্বে! আমার শরীর ভাল থাক

আর নাই থাক, তাতে আর তোমাদের কি? তোমার ভাই বোন সুখে থাকলেই হ'লো। দশ জোড়া জুতো রয়েছে তবু আবার ভাইয়ের জন্য বারো টাকা দিয়ে এক জোড়া জুতো আনা হলো; আর আমি ভেসে এসেছি, না?

(হরি চাকরের প্রবেশ।)

হরি। বাবু, নাইবার জল দিয়েছি।

মৃবা। পাজি বেটা, তুই কেন আমার ঘরে এসেছিস্? বেরো বল্‌ছি, নইলে জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো।

বীরে। ফণী বাবু নেয়েছে?

হরি। হাঁ, তিনি নেয়েছেন; গিন্নি মা ব'লে দিলেন, বেলা ঢের হয়েছে।

বীরে। আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্ছি।

[হরির প্রস্থান।

মৃবা। সব চর পাঠান হ'চ্চে;—সর্ব্বনাশীকে কবে দূর কর্‌বো যে আমি একটু সোয়াস্তি পাবো! ছেলেকে তো আর কেউ খেয়ে ফেল্‌ছেনা, যে উঠিয়ে নে যাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে! চ'খ টাটায়! সর্ব্বনাশীর চ'খ টাটায়!!

বীরে। বেলা ঢের হ'য়েছে কিনা, তাই ডাকতে এসেছে।

মৃবা। আমি কি আর তা বুঝতে পাচ্ছিনে! মার জন্য প্রাণটা উথলে উঠছে; এমন ঘরেও বিয়ে দিয়েছিল, যে স্বামীর সুখ পর্য্যন্তও পেলাম না।

বীরে। বেলা ঢের হয়েছে মিছু, যাও ভাত খাও গে।

মৃবা। আমি ভাত খাই আর না খাই, তাতে আর তোমার কি যাবে আস্‌বে? তুমি তোমায় মার কাছে যাও!

বীরে। না, না, বেশী বেলায় খেলে তোমার অসুখ ক'র্‌বে।

মৃবা। আমার সুখ অসুখে আর তোমাদের কি দরকার?

বীরে। তা যদি বুঝতে পা'র্‌তে মিহু, তা হলে আর আমার কিসের দুঃখ!

মৃবা। তা কি আর জানিনে! আমি তোমাদের সকলেরই চ'খের বিষ হ'য়েছি; নখে তুলে মার্‌তে পাত্তে তো এতদিন কবে মেরে ফেল্‌তে।

বীরে। তুমি খেতে না গেলে, আমি কিছুতেই নাইতে যাব না।

মৃবা। আর অতো আলুনি আদরে কাজ নাই ঢের হয়েছে! এখন যাও, তুমি নাও গে যাও;—আমার শরীরটে আগে একটু ভালো হ'ক, তার পরে খাবো! না খেলে তো আর মানুষ বাঁচেনা, কাজেই হেলায় হ'ক শ্রদ্ধায় হ'ক, যা দুটো ছাই পাঁস দেবে, খেতেই হবে। মোদ্দা, আর বেশী দিন আমি তোমার ভাত খাচ্ছিনে—শীঘ্রই যা হয় একটা কচ্ছি।

বীরে। ও কথা মনেও আনতে নেই; আত্মহত্যার মত মহাপাপ আর নেই মিহু।

মৃবা। তোমার আর আমাকে অত বোঝাতে হ'বেনা। তুমি এখন নাও গে যাও। আবার এখনই আর একজন ডাকতে আসবে! লোকে ভাব্‌বে যে বৌটাই বুঝি ভাতারকে আসতে দিচ্ছেনা। কেন বলো দেখি, আবার আমার আর একটা কলঙ্ক রটাবে! তোমার দুখানি পায় পড়ছি, তুমি উঠে যাও, আমায় রক্ষা করো।

বীরে। ওরে ঝি! তোর মার জন্যে একখানা জায়গা ক'রে দে তো।

[প্রস্থান।

মৃবা। এত করে কিছুই তবু একটুও তাতে না। এ গোমুর্খটাকে নিয়ে আমি করি কি! যদি ভুলেও একবার গরম হয়ে উঠে, তা'হলে কি আর শ্বাশুড়ী দেওরদের তাড়াতে এক মিনিটও দেরী হয়! আর যা, যা, বলি, সবই শুনে, কেবল ঐ মা ভাইকে তাড়াতে কিছুতেই রাজি কর্‌তে পাচ্ছিনে। যা হ'ক ছাড়া হবেনা; দুদিনে না হয়, দুমাসেও তো হবে। যতদিনে হ'ক যেমন করেই হ'ক, শ্বাশুড়ী আর দেওরকে তাড়াবোই তাড়াবো। নইলে লেখাপড়া শিখেছিলেম কি কর্ত্তে! যে দিন দেখবো শ্বাশুড়ী মাগী দুটো ছেলেকে নিয়ে, হা অন্ন যো অন্ন করে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে,—যেদিন দেখ্‌বো গাছতলায় মাটীর উপরে শুয়ে কেঁদে কেঁদে রাত কাটাচ্ছে, সেই দিন আমার মনের আগুণ নিবেব। যত দিন এ না ক'ত্তে পাচ্ছি, তত দিন আর আমার আহার নিদ্রা নাই। ভালো কথা,—ঝি মাগী সে চিঠি খানা দিয়ে এলো কিনা, তা'ত জান্‌তে পাল্লেম না। ছোট লোক, কি জানি যদি আর কারও হাতে দিয়ে ফেলে! ওরে ঝি,—শুনে যাতো। বড়ই ভয় হচ্ছে।

(ঝির প্রবেশ)

সে চিঠিখানা ডাক বাক্সে দিয়ে এসেছিস্ ত।

ঝি। সে ত তখনি দিয়ে এসেছি মা।

মৃবা। আর কারও হাতে দিসনি তো?

ঝি। তা দেবো কেন,—তুমি যে বারণ করে দিলে।

মৃবা। তুই যদি আমাকে খুসী রাখতে পারিস্, তা হ'লে আমি তোকে মাসে মাসে মাইনে ছাড়া আরও দু টাকা করে বেশী দেবো।

ঝি। তা, মা, তুমি দেবে না তো আর কে দেবে! আমার মা বাপ সবই তোমরা! তোমার যখন যা ক'র্‌তে হবে ব'লো, আমি সব করে দেবো।

মৃবা। যা, আমার ভাত বাড়তে বল্‌গে যা, বেলা ঢের হ'য়েছে।

ঝি। এখনও যে কর্ত্তা বাবু খাইনি!

মৃবা। তা হ'ক, তুই আমার ভাত বাড়তে বলগে যা; কর্ত্তা বাবু যদি আজ না খায়।

ঝি। আচ্ছা বলিগে! (স্বগতঃ) বাবা স্বোয়ামীর আগে কি করে খাবে গা? এ মানুষ, না রাক্ষসী! আমাদের ঘরে হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিত।

[প্রস্থান।

মৃবা। ঝি বেটিকে হাতে রাখতেই হবে, নইলে চিঠি লেখালেখি চলবেনা। চিঠি খানা লিখে পর্য্যন্ত মনটার ভিতর যেন কেমন কেমন ক'র্‌ছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রামপতি বাবুর বৈঠকখানা)

রামপতি, নলিনীকান্ত ও দেবীকুমার।

রাম। বল কি দাদা, বীরেন মদ ধ'রেছে।

নলিনী। আমি আর কি বল্‌ব ভাই, এই বাবাজিকে জিজ্ঞাসা কর।

দেবী। স্বচক্ষে দেখেছি, বীরেন কাকস্কু হাতে ক'রে উপরে যাচ্ছে।

রাম। তাই তো, ওকে যে আমরা খুব ভাল বলে জান্‌তেম!

(বিশ্বনাথের প্রবেশ)

বিশ্ব। ভালই তো, ভালই তো। শত্রুতা ক'রে নিন্দা করে—শত্রুতা করে নিন্দা করে। হুস্, যা, উড়ে গেল।

রাম। বিশুখুড়ো কি ব'ল্ছো ?

নলি। উনি যে বীরেনের একজন প্রধান দোয়ার।

বিশ্ব। মুখ দেখাস্ নে, মুখ দেখাস্ নে। লজ্জা করে—লজ্জা করে। জয় মা! গুড়ুম্, গুড়ুম!

দেবী। আপনি পাগলের কথায় উত্তর ক'চ্ছেন কেন!

বিশ্ব। তামাক দে রে। ঢালা গোবর দে—ঢালা গোবর দে।

রাম। আচ্ছা দাদা, এ সম্বন্ধে বীরেনকে তুমি কিছু বলো না।

নলি। আমায় তো ভারি মানে কি না?

বিশ্ব। কালী বাড়ী নিয়ে যা, কালী বাড়ী নিয়ে যা! ওলো রাজনন্দিনী বিনোদিনী—

দেবী। এখনকার ছেলেরা কি আর আমাদের কথা মানে! তায়, ওর আবার সব ভাল ভাল পরামর্শদাতা জুটেছে।

রাম। পরামর্শদাতা থাক্, তোমার মত আপনার আর কে আছে!

বিশ্ব। স—ন্দে—হং—না—স্তিং। বিশে, তুই বড়ই বোকা।

নলি। উৎসন্ন যায় ওই যাবে; আমার আর তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি! ওর বৌটার যে রকম মুখের তোড়, তাতে আর আমাদের বেশী দিন এক বাড়ীতে থাক্‌তে হ'চ্ছে না।

বিশ্ব। সাপেদের এক চোখ কানা—কুরুর ধিন্‌তা ধিনা।

দেবী। ছিঃ ছিঃ, বৌ তো নয় যেন বেশ্যা! কাকেও দেখে লজ্জা করে না।

রাম। বৌটারে শুনিছি, কারও সঙ্গেই বনে না।

নলি। সে কি কারও বশে থাকে ; সে যে লেখা পড়া জানে !

রাম। ও কথা তুলে আর কি হবে দাদা, লেখা পড়া জানা বৌ আজ-কাল কার ঘরে না আছে।

বিশ্ব। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; খুব সাবধান, খুব সাবধান।

দেবী। আমি আপনাকে কতদিন থেকে বলছি, যে আপনি সব বিষয় সামগ্রী ভাগ ক'রে নিন,—ওদের সঙ্গে একেবারে কাট্ ছিট্ হ'ক, তা'তো আপনি শুনবেন না।

বিশ্ব। মার চেয়ে দরদি রে, মার চেয়ে দরদি। বাবা য'ম ! একবার এই দিক দিয়ে যেও বাবা।

নলি। যা করিছি, তা করিছি, এখন তোমরা সকলে থেকে আমার যা হয় একটা করে দাও।

রাম। কে দাদা, তোমাদের কথায় কথা ক'য়ে গালাগালি খাবে।

নলি। তবে কি আমি ভেসে যাবো ?

দেবী। কেন আপনি লোক ডাকাডাকি ক'চ্ছেন ! আমিই সব ঠিক ক'রো দেবো ; সহজে না দেয়, মোকদ্দমা ক'রে নেবো ; আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেবো। ভগ্নিপতি হ'য়ে শালার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে, একথা আজকালকার কোন হাকিমই বিশ্বাস ক'র্ব্বে না।

বিশ্ব। কি সুহৃদ ! কি সুহৃদ ! মা কালী, স্বয়ং এসো।

রাম। না বুঝে রাগ ক'ল্লে চ'লবে কেন দাদা ! শেষটা তোমাদের কথায় কথা কইতে গিয়ে কি অপমান হ'য়ে আস্‌বো ?

বিশ্ব। কোল টানা ছ—কোল টানা ছ।

নলি। দ্যাখ্ বিশে ও রকম করে বক্‌বিতো মার খাবি। যা হ'ক বাবা, এখন উপায় কি ?

বিশ্ব। দেবদেবী ধর—দেবদেবী ধর।

দেবী। আমি থাকৃতে আপনার কোন চিন্তা নাই; যেমন ক'রে হক্, আমি আপনাকে চুলচিরে ভাগ ক'রে দেবো।

বিশ্ব। পড়ো আত্মারাম পড়ো, মুখ থুবড়ে ম'রো।

নলি। ভায়া, তুমি বিশে বেটাকে তাড়াও বলছি, নইলে আমি আর রাগ বরদাস্ত ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে।

রাম। খুড়ো, তুমি আবোল তাবোল ব'কৃচো কেন? ও পাগলের কথায় কি রাগ ক'র্ত্তে আছে দাদা? ও যা ইচ্ছে বলুক না, আমি তো ওর কথায় কাণও দিচ্ছিনে।

বিশ্ব। যার যেখানে ঘা, তার সেখানে হাত; বিশে, তুই চুপ কর্, নইলে মেরে হাড় ভাঙবো।

দেবী। ওর ঘটে যদি বুদ্ধিই থাকৃবে, তাহ'লে আর ওর বৌটা অমন ক'রে দেশে দেশে বেড়ায়?

বিশ্ব। একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল; তেরে কেটে তাগ, ধাঁ, ধাঁ।

নলি। বীরেনটা নিশ্চয়ই কোন যাদুমন্ত্র জানে, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোকই প্রায় ওর দিকে।

(বিবস্বত বাবুর প্রবেশ।)

বিব। ওরে, তামাক দে।

রাম। আসতে আজ্ঞা হ'ক, খুড়োর যে আর বার হয় না!

বিব। তোমাদের ভাবনা কি বলো। চাকরে সব কাজ ক'চ্ছে, নিজেরা মজা ক'রে আমোদ আহ্লাদ ক'চ্ছো; আমার যে সবই নিজে ক'র্ত্তে হয় বাবা,—এখন তো আর চাকর রাখ্বার ক্ষমতা নেই। দাদা, কতক্ষণ এসেছ?

বিশ্ব। পাঁচ কড়া কড়ি, পাঁচ কড়া কড়ি; কার আজ্ঞে, ঠাকুরঝির আজ্ঞে—শিগ্‌গির লাগ্‌গে।

নলি। তোমার কাছেই গিয়েছিলেম, দেখা না পেয়ে এখানে এসেছি।

বিব। বিশ্বনাথ এসে জুটেছ? বেশ মজায় আছ বাবা!

রাম। টাকার আণ্ডিল করেছো বাবা, এখনও মাসে তিন শ টাকা পাচ্ছো। এতেও কি একটা চাকর রাখ্‌বার ক্ষমতা হয়না।

বিব। পরের টাকা আর কম দেখে কে বাবা! এদিকে যে দেনায় ডুবু ডুবু হ'য়ে আছি, তার কিছু খোঁজ রাখ? কৈ রে তামাক দিলি নে।

রাম। তোমার আবার দেনা কার কাছে খুড়ো!

বিশ্ব। লোহার সিঁদুকের কাছে, লোহার সিঁদুকের কাছে; তুড়ুক তোবা, বাঁদর বোবা।

বিব। অতো বাড়াবাড়িতে কাজ কি? নিজের চরকায় তেল দেও না!

(চাকরের প্রবেশ ও একটি সনল হুঁকো কল্‌কে বিবস্বত্‌ বাবুকে দিয়া ও অপর কলিকা গড়গড়ায় রাখিয়া প্রস্থান।)

নলি। বলি বিবস্বত ভায়া, আমি কি শেষ কালটায় ভেসে যাবো? তোমাদের হাতে ধ'রে বলছি ভাই, তোমরা সকলে মিলে আমার যা হয় একটা কিনারা ক'রে দাও; নৈলে বল—আমি এখান থেকে উঠে যাই।

বিশ্ব। তথাস্তু, তথাস্তু; বিশে, তুই কালা হ'না।

বিব। তাই তো দাদা, কি করে——

নলি। তোমরা দেখ্‌ছি আমাকে ভিটেচ্যুত ক'রবে ব'লে, সবাই জোট বেঁধেছো। আচ্ছা, ভগবান থাকেন ত এর বিচার ক'রবেন!

বিশ্ব। আপন করা চাই, আপন করা চাই ; তোর কি গরজ, বিশে তুই শোন্ না ব'সে।

বিব। রাগ করোনা দাদা, আমার সঙ্গে বিকেলে একবার একলা দেখা ক'রো, যা পরামর্শ হয় বলবো এখন। এত লোকের সামনে কি ওসব কথা তুলতে আছে ?

দেবী। চলুন, এখন বাড়ী যাওয়া যাক।

নলি। শেষটায় দেখ্‌ছি সকলে মিলে আমাকেই ফাঁকি দিলে।

[দেবীকুমার ও নলিনীকান্তের প্রস্থান।

রাম। লোকটা বিষয় বিষয় ক'রে খেপে উঠেছে ; মানুষের আশা আর মিটে না !

বিব। গীতাখানা শেষ ক'র্ত্তে পেরেছো ? তামাক দে রে।

রাম। না সবটা এখনও পড়া হয় নি।

বিব। গীতাখানা পড়ে পর্য্যন্ত, সংসারের উপর আমার ভয়ানক বিরাগ জন্মে গিয়েছে।

বিশ্ব। নেবুটো কলাটা বেচি, নেবুটো কলাটা বেচি, ভোলা মন চরকা তোল।

রাম। সংসারে থেকে, সংসারের উপর বিরাগ কি হয় খুড়ো !

বিব। হয় না তো কি ? মহাদেব কি ছিলেন ভেবে দেখ দেখি, পরম সংসারী, আবার পরম যোগী, দেখ্‌তে পাচ্ছো না বাবা, গীতা প'ড়ে পর্য্যন্ত আমি গেরুয়া ধ'রেছি।

বিশ্ব। ধোপার কড়ি বাঁচাতে—ধোপার কড়ি বাঁচাতে। ঐখান থেকে মার্‌লাম্ তীর ঐ গাছটা চৌচির।

রাম। কি জানি খুড়ো, আমি তো ওসব বুঝে উঠ্‌তে পারিনে বাপু।

বিব। এক দিনেই কি সব বোঝা যায় বাবা, ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে হবে। এই আগে তো জান বাবা, আমি শিখার উপরে কত চটা ছিলাম, তারপর মহানির্ব্বাণতন্ত্র খানা যেই হাতে করেছি অমনি আমার সে মত সব উল্‌টে গিয়েছে, এই দেখ বাবা, আমিই আবার শিখা রাখ্‌তে আরম্ভ করেছি।

বিশ্ব। হজ্‌মি গুলি, হজ্‌মি গুলি; ফুটুল মালি কদম্‌ তলি, যারে পাবি তারে খাবি।

রাম। আগে গীতাটা শেষ করি, তারপর মহানির্ব্বাণতন্ত্রটা একবার পড়ে দেখ্‌বো। তা যাহ'ক বাপু, পুকুরটা উৎসর্গ করে ফেলো!

বিব। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে পুকুরটা উৎসর্গ করি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে ব্যবস্থাও নিয়েছিলেম, কুমীর টুমীর গড়ান হবে বলে, সোণা পর্য্যন্তও কিনে এনেছিলেম, তারপরে বাপু, একদিন সকালে উঠে দেখি, পুকুরে একটা ব্যাং মরে রয়েছে! কাজেই আর উৎসর্গ করা হ'লো না; শেষে কি করি বাবা, সেই সোণা দিয়ে আমার স্ত্রীকে একছড়া হেলে হার গড়িয়ে দিলেম।

রাম। ব্যাং মলে কি পুকুর উৎসর্গ হয় না খুড়ো!

বিব। অথর্ব্ব বেদে লেখা আছে ব্যাং কি, পুকুরে কোন রকম জীব হত্যা হ'লেই, পুকুর উৎসর্গ হয় না।

রাম। তবেই তো ভারি মুস্কিল দেখ্‌ছি, ব্যাং মরা কি করে নিবারণ করি! সে যাহ'ক খুড়ো, পাড়ার ব্রাহ্মণ ক'টী খাওয়াব ভাব্‌ছি, কি রকম আয়োজন করি বল দেখি?

বিব। তুমি খেপেছ নাকি বাপু? কেন মিছে মিছে কতকগুলো টাকা খরচ করবে বল দেখি?

বিশ্ব। খবরদার বিশে, মুটো খুলিস্ নে।

রাম। কি ক'রবো সবাই ধ'রেছে, না খাওয়ালে ভাল দেখায় না।

বিব। বাবা কত কষ্টে টাকা রোজগার ক'র্ত্তে হয় তা ত জান, সেই কষ্টের পয়সা পরকে খাইয়ে খরচ করে, এ সংসারে এমন বোকাও আছে!

রাম। কিছু কিছু খরচ না ক'ল্লে লোকে যে নিন্দা ক'র্ব্বে।

বিব। তবেই তুমি টাকা জমিয়েছ বাবা! নিন্দায় তোমার এত ভয়! নিন্দা করে ব'য়েই গেল; যে টাকা খরচ ক'ত্তে বলে, সে তো পরম শত্রু।

রাম। সংসারে থাকৃতে গেলে নিন্দার ভয় ক'ত্তে হয় বৈ কি খুড়ো।

বিব। তুমি নাকি এখনও ছেলেমানুষ তাই নিন্দার ভয় কচ্ছো; আমি ও সব কথা কাণেই তুলি নে।

বিশ্ব। তাইতেই নাম ক'ল্লে হাঁড়ী ফাটে, চ'ারখানা কাগজ ওঠে, বিশে, তোর মুখে আগুন।

রাম। তবে তোমার মার অন্নপূর্ণা পূজার সময় লোক খাওয়ালে কেন বাবা?

বিব। সেটা নেহাত দায়ে পড়ে,—কেবল পাছে মা রাগ করেন, সেই জন্য, আমার কি আমার স্ত্রীর তাতে একটুও মত ছিল না। আর তাও বাবা, কত ফাঁকী জুকিতে সেরেছিলাম। ফর্দ্দে যেখানে ছিল কাঁসার বাটী, সেখানে দু'পয়সা দামের পিতলের বাটী দিয়ে সেরেছিলেম, ময়দার কলে গিয়ে যত রাবিশ ময়দা সস্তাদরে কিনে এনেছিলেম, এই রকম ফাঁকীতেই সব সেরে দিয়েছিলেম।

রাম। কি করি, ময়দা টয়দা সব আনতে দিয়েছি, এবারে তো খাওয়াই, তারপর থেকে বিবেচনা করা যাবে।

বিব। ময়দা আনলেই যে খাওয়াতে হ'বে, তারই বা মানে কি! তুমি ময়দা ও বেলা আমার কাছে দিও, আমি দোকানে ফেরত দিয়ে তোমায় টাকা এনে দেবো।

রাম। পাঁটা কিনে এনেছি যে!

বিব। তার আর ভাবনা কি? কালীবাড়ী পাঠিয়ে দিলেই বিক্রী হয়ে যাবে এখন।

রাম। পাঁটা যে কেটে ফেলেছি বাবা!

বিব। মাংসওয়ালার দোকানে মাংস দিলেই, আর মুচীদের কাছে চামড়া খানা আর নাড়ীভুঁড়ীগুলো বেচলেই পাঁটার দাম উঠে যাবে এখন। বরং তাতে বেশী হবে ত কম হবে না।

বিশ্ব। ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা! বুদ্ধদেব সশরীরে এস বাবা।

রাম। তাইতো খুড়ো, তুমি যে আমায় বিষম বিপদে ফেল্‌লে বাবা; আমি যে বামুন নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেছি!

বিব। আঃ আমার অদৃষ্ট, এইজন্য ভাবছো? যাও, এখনি বাড়ী বাড়ী বলে পাঠাও গে যে তোমার মার ভেদবমি হ'য়েছে, কাজেই আজ খাওয়ান দাওয়ান বন্ধ রাখতে হ'লো।

বিশ্ব। এমন না হ'লে কি আর লোক সমাজে নাম ওঠে!

রাম। মার ভেদ বমি, সে কি খুড়ো! মা যে অনেক দিন মরেছেন।

বিব। ওটা আমার ভুল হ'য়ে গিয়েছে বাবা; আমি একবার মার ব্যামোর দোহাই দিয়ে, এই রকম একটা বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছিলেম কি না, তাই ফস ক'রে মার ব্যামোর কথাটাই

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে, তা তুমি না হয় তোমার স্ত্রীর ভেদ বমি হ'চ্চে বলে রটিয়ে দাও।

রাম। তুমি আবার কবে কি দায়ে পড়েছিলে খুড়ো!

বিব। সেই যে, যেবার আমার মার অন্নপূর্ণা পূজা প্রতিষ্ঠা হয়, পাড়ার সব পরম উপকারী বন্ধু বান্ধবেরা এসে বল্লেন, গ্রামের ব্রাহ্মণগুলি খাওয়াতেই হবে। আমার তো শুনে গাটা জ্বলে গেল, আমি সাফ জবাব দিলেম। ব'ল্লেম, আমি কিছুতেই পারবো না। তারপরে উপগুরু ঠাকুর এসে জেদ করে ব'স্‌লেন। কি করি, চক্ষু লজ্জায় স্বীকার ক'রলাম। ফর্দ্দটর্দ্দ সব সেই রকমই হ'লো, জিনিষ আন্‌তে একজন লোকও পাঠান হলো, কিন্তু বাবা, তোমায় আর বলবো কি, ফর্দ্দটা পাঠিয়ে পর্য্যন্ত আমার আর আমার স্ত্রীর আহার নিদ্রা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপরে বাবা, যখন জিনিষ গুলো এসে পৌছুলো, আমার তো যমযন্ত্রণা চ'ড়্‌লো, অমনি সট্ করে মার কাছে গিয়ে বল্লেম, মা, তুমি চট্ ক'রে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো, আর লোক দেখলেই আবোল তাবোল ব'কৃতে আরম্ভ করো,—যেন তোমার জ্বরবিকার হ'য়েছে, লোকে এইটে বুঝতে পারে। মাও আমার মা ত, অমনি তখনি গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও ওদিকে প্রচার করে দিলাম, মা ঠাকৃরুণের ভয়ানক জ্বরবিকার, ব্রাহ্মণ খাওয়ানও বন্ধ করে দিলাম।

রাম। আচ্ছা, পাড়ার লোকেরা কেউ কি এ সব ধ'র্‌তে পাল্লে না?

বিব। মনে মনে হয় ত কেউ ধ'রেছিলো, কিন্তু প্রকাশ্যে কোন বেটা কিছুই ব'লতে পাল্লে না।

বিশ্ব। রত্ন! রত্ন!! বাড়ী তৈয়ার হ'চ্ছে, বাড়ী তৈয়ার হ'চ্ছে!

রাম। যে সব জিনিষ এনেছিলে তার কি ব্যবস্থা হ'লো?

বিব। র'য়ে ব'সে ঘি ময়দা গুলো বেচে ফেলে দিলেম।

রাম। তোমার মার সে অসুখ ক'দিন পরে সারলো?

বিব। কাজের দিনের পর দিনই মা উঠে ব'স্‌লেন।

বিশ্ব। সহি মোহরের নকল, সহি মোহরের নকল।

রাম। এ সব ডাহা মিথ্যা কথাগুলো, কি করে ব'ল্লে খুড়ো!

বিব। স্বকার্য্য উদ্ধারেৎ প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রের বিধান আছে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য মিছে কথা বল্লে পাপ হয় না।

রাম। যতই বল খুড়ো, খাওয়ানটা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।

বিব। তোমায় নেহাত ভূতে ধরেছে বাবা, আমি আর কি কর্ব্বো বল!

বিশ্ব। উঠে গেলেই ছাড়ে, কেন পড়্‌ছিস্ পরের ঘাড়ে।

রাম। নাইতে যাবে না খুড়ো? তেল মেখে এস গে।

বিব। আবার এতখানি দূর তেল মাখ্‌তে যাবো, এখান থেকেই একটু মেখে নেই, গামছা সঙ্গে আছে।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

লোক। বিবস্বত বাবু কার নাম ম'শাই।

বিব। কেন, তাঁর কাছে আপনার প্রয়োজন?

লোক। প্রয়োজন না থাক্‌লে আর খুঁজ্‌ছি?

বিব। কি প্রয়োজনটা তবু শুনি।

লোক। আমি তাঁর জামাইয়ের বিশেষ আত্মীয়, এ বেলা তাঁর বাড়ীতে আহারাদি করবো। আমি বিবস্বত বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেম, দেখলেম, তাঁর দরজা বন্ধ, কত ডাকাডাকি ক'ল্লেম,উপর থেকে

সব উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগলেন, কিন্তু ভুলেও কেউ একবার সাড়াটি দিলেন না। ফিরে আস্‌ছি, এমন সময় দেখি, একজন ফকির ভিক্ষা পায় নি বলে, বিবস্বত বাবুকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে যাচ্ছে, তারই মুখে শুনলেম, তিনি এই বাড়ীতে আছেন; তাই একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে এসেছি।

বিব। তাঁর বাড়ীতে ভারি বিপদ, তিনি ডাক্তার আনতে গেছেন; এক কাজ কর, ঐ বীরেন বাবুদের বাড়ীতে যাও, সেখানে বেশ মনের সুখে আহারাদি ক'র্ত্তে পার্ব্বে, কোনও কষ্ট হবে না।

বিশ্ব। দুপা, না চা'র পা!

লোক। আচ্ছা, তাই হবে, আমি বীরেন বাবুর বাড়ীতেই যাচ্ছি, কিন্তু মশাই বিবস্বত বাবুর চেহারাখানা না দেখে, আমি এখান থেকে উঠ্‌ছিনে। (রামপতির প্রতি) এ বাড়ীটি কি আপনার মহাশয়?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোক। তবে বুঝি এই মহাপুরুষের নামই বিবস্বত বাবু? উত্তর দিচ্ছেননা যে মশাই, এমন লোককেও বাড়ী আসতে দিয়েছেন, বাড়ীতে যে 'দ' প'ড়ে যাবে! তাস খেল্‌তে খেল্‌তে চা'র খানা কাগজের বেলায় নাম ক'রবার উপযুক্ত লোকই বটে! চল্লুম মশাই, নমস্কার? দেখি, আবার বীরেন বাবুর দেখা পাই কিনা?

রাম। যাবেন কেন মশাই এই খানেই থাকুন।

লোক। আপনি একজন বেশ ভদ্রলোক ব'লে শোনা আছে; কিন্তু আপনার ঘাড়ে যে রত্নটী চেপেছেন, তাতে যে অধিকদিন

আর আপনাকে ভাল থাকতে দেবেন, এমন তো আমার বোধ হয় না।

রাম। আমার বিশেষ অনুরোধ মশাই, দয়া ক'রে এ গরীবের বাড়ী-তেই আজ থাকুন।

লোক। দর্শনেই আজ আহার জোটে কিনা ব'লতে পারিনে, তার উপরে আবার একসঙ্গে থেকে কি মাস ভোর অনাহারের সংস্থানটা করে যাবো মশাই! আমি এখন চল্লেম, আর এক সময় এসে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

বিশ। আমিও এই বেলা সরি, কি জানি যদি মরি।

[প্রস্থান।

বিব। বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! ওরে, শিগ্‌গির একবার তামাক দে।

রাম। এতগুলো ব'লে গেল, একবার টু শব্দটিও কল্লেন না খুড়ো?

বিব। কতকগুলো, ব'কে ওর নিজের মুখই ব্যাথা ক'ল্লে, আমার গায়ে কিছু জড়িয়েও থাক্‌লো না, কোন ফোঁটাও পড়্‌লো না। আমি যদি বাবা ওর একটা কথার উত্তর কত্তাম তা হ'লেই ও আমার ঘাড়ে চেপেছিল আর কি! বাড়ী নিয়ে গেলে কম ক'রে বারোটা পয়সার কমে আর পার পেতেম না; বারোটা পয়সা তো বাঁচলো বাবা, না হয় একটা ব'কেই গেল্।

রাম। আমার তো বাবা রাগেতে গাটা গস্ গস্ ক'র্ত্তে লাগলো।

বিব। তোমরা ছেলেমানুষ, তাই তোমাদের গা গস্ গস্ করে।

রাম। যাই হ'ক বাবা, তোমার জামায়ের বাড়ীর লোক, ওকে তাড়িয়ে দেওটা ভালো হ'লো না, তোমার বড়ই নিন্দা হবে।

বিব। আমি ত বলছি বাবা; নিন্দার ভয় আমি আদৌ করিনে। এখন চল বাবা, নাইতে যাওয়া যাক। আমাকে আবার নেয়ে এসে, একবার বাজারে যেতে হবে, কতকগুলো পাকা কলা পচ্‌তে আরম্ভ ক'রেছে।

রাম। কেন আজ আর পাড়ায় বিক্রী হ'লো না?

বিব। পাড়ার লোক সব সস্তায় খেতে চান, কাজেই বাজারে নিয়ে যেতে হবে।

রাম। কি জানি বাবা তুমি যে এ সব কি ক'রে ক'রো, তা'ত আমার মোটা বুদ্ধিতে কুলিয়েই ওঠে না।

বিব। ক্রমশঃ বুঝিয়ে দেবো; এখন তেল মাখি গে চল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মৃদঙ্গবালার শয়ন-কক্ষ)

মৃদঙ্গবালা ও বিদ্যুল্লতা।

মৃবা। গঙ্গাজল, তোমার এই কাজ! আমাকে গাছে তুলে দিয়ে শেষে সরে দাঁড়ালে? ভেবে ভেবে আমার প্রাণ যে শুকিয়ে যাচ্ছে! আমি যে আজ দুদিন থেকে পাগলের মত হ'য়ে বেড়াচ্ছি গঙ্গাজল! কেন মরতে তোমার কথা শুনে পরপুরুষকে চিঠি লিখেছিলুম!

বিদ্যু। ভয় কি, প্রথম প্রথম ও রকম একটু হ'য়ে থাকে, আমি যে বারে প্রথমে বাইরে পা দেই, সেবারে ত ভয়েতে রাস্তায় আমার মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হয়েছিল। তারপরে দুই একবার বাইরে যাতায়াত ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেই ভয় টয় সব চলে গিয়েছে,——এখন ত আর

বাইরে না গেলে আমার মনের স্ফুর্ত্তিই হয় না! এই দেখ না হাবড়হাটিতে গিয়ে দুদিন ধ'রে পাঁচজনে মিলে আমোদ প্রমোদ ক'রে এলেম, তবে প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

মৃবা। কি জানি গঙ্গাজল! আজ দুদিন থেকে মনটা যেন আর আমার নেই! আচ্ছা গঙ্গাজল, চিঠিখানা যদি আর কারও হাতে পড়ে।

বিদ্যু। তা কি কখনও হয় রে বোকা? ডাকঘরের ভারি কড়া নিয়ম। যার চিঠি তার হাতে ভিন্ন অন্য কারও হাতে দেওয়ার হুকুম নেই।

মৃবা। কেন আমার নামে যে সমস্ত চিঠি আসে, তা তো সবই আমার স্বামীর হাতে দিয়ে যায়।

বিদ্যু। তোমার স্বামী ব'লে তাই তাঁর হাতে দেয়, আর সেও যে দেয়, সে বেআইনি। সে বিষয়ে যদি তুমি উপরে জানাও, তাহ'লে নিশ্চয়ই ডাকহরকরা বেটার চাকরিটি যায়।

মৃবা। সে আমায় যে চিঠি লিখবে, তাও যদি ডাকহরকরা আমার স্বামীর হাতে দিয়ে যায়।

বিদ্যু। কেন তুমি ঝিকে দিয়ে হরকরাকে বারণ ক'রে দাওনি?

মৃবা। ঝিকে তো বলতে বলিছি।

বিদ্যু। আচ্ছা, আমি আজ বাড়ী যাওয়ার সময় হরকরাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যাব এখন।

মৃবা। হাবড়হাটি গিয়েছিলে কেন গঙ্গাজল?

বিদ্যু। হাবড়হাটীর ষ্টেশনমাষ্টারের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্ত্তে।

মৃবা। ওমা, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'লো কি করে!

বিদ্যু। এই যেমন করে তুমি আলাপ ক'র্‌ছো।

মৃবা। আচ্ছা গঙ্গাজল, কি ক'রে, ভাই পরপুরুষের কাছে গেলি, তোর ভয় ক'ল্লে না?

বিদ্যু। এম্‌নি ক'রে পায়ে হেঁটে গেলুম; বাঘ ভালুক তো নয় যে খেয়ে ফেলবে।

মৃবা। আচ্ছা, তুই যখন গেলি, তারা কি কল্লে?

বিদ্যু। আমাকে গুলি পাকিয়ে টপ্ করে খেয়ে ফেল্লে! তুই ন্যাকা নাকি? আমি যেই গেলাম, অমনি তারা হাতে স্বর্গ পেলে। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসালে, কত আমোদ প্রমোদ ক'ল্লে, শেষে আসবার সময় পথখরচা বলে আবার পঁচিস্‌টি টাকাও দিলে।

মৃবা। আচ্ছা গঙ্গাজল, তুই কেমন ক'রে ওসব ঠিক ঠাক করিস?

বিদ্যু। আগে পত্র লিখে দেই, তারপর রেলে উঠে চলে যাই। কোম্পানিতে ডাকঘর আর রেলওয়ে করে দিয়ে যে কত সুবিধেই ক'রেছে, তা আর তোমায় কি বলবো গঙ্গাজল, এখন ত মনে কল্লেই যেখানে সেখানে যাওয়া যায়।

মৃবা। রেলে যদি কোন আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হয়?

বিদ্যু। এমন ক'রে যাবো যে লোকে আমায় চিন্‌তে পারবে!

মৃবা। কি রকম ক'রে যাস্ গঙ্গাজল?

বিদ্যু। তুই যে ভাই দেখ্‌ছি এক নিশ্বাসেই সব শিখে নিতে চাস্।

মৃবা। তোর পায়ে পড়ছি গঙ্গাজল, কি রকম করে যাস আমায় বল।

বিদ্যু। সব সময়ে কি আর এক রকম চ'লে; অবস্থা অনুসারে কখনও পুরুষ সাজি, কখনও গেরুয়া পরি, কখনও বাইওয়ালী সাজি, কখনও বাধ কলব হই; আরও কত রকম হ'তে হয়

সে সব তোকে ক্রমে ক্রমে শিখিয়ে দেবো। তুই লেখা পড়া শিখেছিলি কেন? তুই যে লেখা পড়ার মান রাখ্‌তে পারিস্ এমন তো আমার বোধ হয় না।

মৃবা। কি জানি গঙ্গাজল, কি ক'রে যে কি কর্ব্বো কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছিনে। প্রথম দিন কিন্তু ভাই, তোমায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

বিদ্যু। তুই বৃথা লেখা পড়া শিখেছিলি গঙ্গাজল! তোর মনের আজও উন্নতি হয় নি, এখনও তোর স্ত্রী-পুরুষে ভেদ জ্ঞান রয়েছে।

মৃবা। না গঙ্গাজল, তা না হ'লে আমি কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না।

বিদ্যু। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হ'বে। হ্যাঁলা, আজও তোর চিঠির জবাব আসেনি? তুই তো সেই দিনই সে চিঠি দিয়েছিলি?

মৃবা। হ্যাঁ, সেই দিনই দিয়েছিলেম বৈ কি।

বিদ্যু। তবে আজও তার জবাব এলো না কেন?

মৃবা। কি জানি ভাই, আর কারও হাতে পড়লো না তো!

বিদ্যু। তুই অত ভয় কচ্ছিস্ কেন?

মৃবা। কি জানি ভাই, চিঠি লিখে পর্য্যন্ত আমার যেন সুখ সোয়াস্তি সব ঘুচে গেছে।

বিদ্যু। এর পর যখন কিস্তিভরা নিটোল সুখ পাবে, তখন আর গঙ্গাজলের কথা মনেও থাকবে না।

মৃবা। তোমার ঋণ আমি এজন্মে সুধ্‌তে পার্ব্বো না গঙ্গাজল।

বিদ্যু। আমার ঋণ শোধ আর নাই শোধ, তাতে আমার কিছুমাত্র যাবে আসবে না ভাই, তুমি যদি লেখা পড়ার মান রাখতে পার, তা হ'লেই আমার যথেষ্ট সুখ হ'বে।

মৃবা। কি যে হয় ভাই, কিছুই ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে; এখন যে রকম মনের ভাব দেখ্‌ছি, তাতে তো কুকর্ম্ম করেছি ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

বিদ্যু। কেন তোমার মা বাপ তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন? আমার যখন তোমার মত বয়স, তখন বোধ হয় আমার বিশ জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়ে গিয়েছে।

মৃবা। ঝি বেটি ত কারও সঙ্গে ব'লে দেবে না!

বিদ্যু। হ্যাঁ, সে অতো বুঝতে পার্ব্বে কি না, তাই লোকের সঙ্গে বলে দেবে? আর দিলেই বা ব'লে, তাতে তোমার ভয়টা কি? এ ত আর মন্দ কাজ নয়, যে ভয় ক'রে ক'র্ত্তে হ'বে। তবে আমাদের সমাজে এ কাযটি এখনও অবাধে চলেনি ব'লেই একটু লুকিয়ে কর্ত্তে হয়; আমরা ক্রমে দলে পুরু হ'য়ে উঠ্‌লেই প্রকাশ্যে চল্‌তে আরম্ভ হবে।

মৃবা। ঝিটে খুব বোকা বটে, আমায় ভয়ও ক'রে।

বিদ্যু। আজ তোমার সঙ্গে ভাই, আর একজন লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষের আলাপ করিয়ে দেব এখন, সে বেশ ভাল ভাল গান জানে।

মৃবা। মেয়েমানুষ হ'য়ে কি ক'রে গান শিখ্‌লে ভাই?

বিদ্যু। ওরে বোকা, লেখা পড়া শিখ্‌লে মেয়েমানুষ কি আর সেকেলে মেয়েমানুষ থাকে, তারা তখন পুরুষমানুষের বাবা হয়। উল্টো যা তোমাকেই দেখ্‌ছি!

মৃবা। তাঁর নাম কি?

বিদ্যু। মনতোষিণী;—সে ঐ ধরেদের বৌ, বেশ লেখা পড়া জানে।

মৃবা। আচ্ছা, সে কি ক'রে ভাই বাড়ীতে গান ক'রে?

বিদ্যু। বাড়ীতে গাইবে কেন? বাইরে গিয়ে গায়; আর বাড়ীতে গাইলেই বা দোষ কি? পুরুষমানুষে বাড়ীতে গায় না?

মৃণা। সেও ভাই তোমার মত বাইরে যাতায়াত ক'রে না কি?

বিদ্যু। সে আবার আমার চাইতেও বেশী।

মৃণা। আমার ভাই বড়ই ইচ্ছে গান শিখি।

বিদ্যু। তা বেশ ত তারির কাছে শিখিস্।

মৃণা। বাড়ীতে যদি কেউ কিছু বলে?

বিদ্যু। বাড়ীতে যদি যা ইচ্ছে তাই না কর্ত্তে পা'র্‌বি, তবে আর লেখা পড়া শিখেছিলি কি ক'র্ত্তে। মুখজোর ছাড়িস্ নে দেখি, তা হলে সবই ক'র্ত্তে পার্ব্বি।

মৃণা। মনতোষিণী কখন আস্‌বে?

বিদ্যু। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'ত্তে গিয়েছে, সেখান থেকেই বরাবর এখানে আসবে।

মৃণা। ওমা দিনের বেলাই গিয়েছে!

বিদ্যু। সে যে বিএ পাশ, সে কি আর দিন রাত মানে; আর বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্ব্বে তাতে আর দিন রাত মানামানি কি!

মৃণা। তার বাড়ীতে কে কে আছে?

বিদ্যু। বাড়ীতে সবই আছে,—শ্বশুর আছে, শ্বাশুড়ী আছে, স্বামী আছে, আরও কত লোক আছে।

মৃণা। বাবা, সে এই এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, দিনমানে বাড়ীর বাইরে যায়!

বিদ্যু। মরণ আর কি, ওরে পুরুষই তো হ'লো স্ত্রীলোকের আপনার, সে যে অর্দ্ধেক অঙ্গ, পর কর্‌লে তবে না পর হয়!

মৃণা। মনতোষিণী কি শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেওর ননদ নিয়ে এক সঙ্গে থাকে?

বিদ্যা। হঁ্যা তাই থাকছে! তবে আর লেখাপড়া শিখেছিল কি ক'র্ত্তে! সে সব অনেক দিন দূর করে দিয়েছে। গা খোলসা নইলে কি কখনও এমন করে বেড়াতে পারে? তবে তার স্বামীটে বড় ভালমানুষ, এখনও সে তার বাপ মা ভাইদের রীতিমত খরচ দেয়, সেবাভক্তিও করে।

মৃবা। আমিও ত ঐ সব আপদের পাল্লায় পড়েছি।

বিদ্যা। খবরদার জুড়ুতে দিস্‌নে; খেয়ে না খেয়ে শাশুড়ী দেওরের নামে লাগালাগি করিস, তাহ'লেই কাজ কর্ত্তে পার্ব্বি।

মৃবা। রোজই ত লাগাচ্ছি, কিন্তু তবুও যে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাল্লেম না।

বিদ্যা। একদিনে না হয় দশ দিনে হ'বে, দশ দিনে না হয়, এক মাসে হবে। রোজ রোজ নূতন নূতন ধরণে লাগাবি, তা হ'লে একদিন না একদিন ধ'র্ব্বেই ধ'র্ব্বে।

মৃবা। এমন উপযুক্ত গুরু পেয়েছি, দেখি এইবার যদি পারি।

বিদ্যা। ওরে ছুঁড়ী, তবে লেখা পড়া শিখেছিলি কি কর্ত্তে বল দেখি? আমার ত শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ কিছুই ছিল না, কেবল সংসারে ঐ একমাত্র স্বামী, তবুও দেখ, লেখাপড়ার জোরে তারে পথে পথে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। লেখাপড়া শিখে যদি এ সবই না ক'র্ত্তে পাল্লে, তবে আর ভারতের উন্নতি হবে কিসে!

মৃবা। কি জানি ভাই, তোরা যে কি ক'রে অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা ক'স্‌, আমি ত তা ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পারিনে!

বিদ্যা। ওরে আমার কচি খুকী রে! যেন কিছু জানেন্‌ না! স্ত্রীপুরুষের ভেদ জ্ঞানটা উঠিয়ে দিলেই সব গোল চুকে যাবে, আরও তুই

যদি মনতোষিণীর ব্যাপার শুনিস, তাহ'লে ত মূর্চ্ছা যাস বোধ হয়।

যুবা। তোমার মনতোষিণী বোধ হয় এলেন না ভাই।

বিদ্যু। থাক্‌বার কি যো আছে! চুম্বুক পাথরে টেনে আনবে।

(চিঠি হস্তে ঝির প্রবেশ।)

ঝি। মা ঠাকুরুণ, সেই ডাকপ্যায়দা এই কাগজখান দেলে।

যুবা। কৈ, কৈ, দেখি, দেখি!

ঝি। এই নাও। (চিঠি প্রদান।)

বিদ্যু। কি গঙ্গাজল, আকাশের চাঁদ হাতে পেলে নাকি?

ঝি। প্যায়দাকে তুমি যা দিতে চেয়েছিলে, সে সেই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবা। আচ্ছা, এই পাঁচটা টাকা তাকে দিগে যা; আর তাকে বলে দিস, মাসে মাসে আমি তাকে পাঁচ টাকা ক'রে দেবো, সে যেন বাড়ীর ভিতর এসে, আমার সব চিঠি তোরই কাছে দিয়ে যায়, আর কারও হাতে না দেয়।

ঝি। আচ্ছা মা! মা, আমার সেই বিষয়টা, তা, মা, তোমাদের কাছে চেয়ে নেবোনা তো আর কার কাছে চা'বো,——

যুবা। আচ্ছা, তোকে কাল দেবো, তুই হরকরাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলে দিগে।

ঝি। এই যাচ্ছি মা। (স্বগত) আজ দুই রাক্ষুসীতে মিলে কি পরামর্শ আঁটচে, না জানি আজ কার মাথাটা খাবে!

[প্রস্থান।

বিদ্যু। এখন ত প্রাণটা ধড়ে এলো?

যুবা। এখানার শিরোনামা ত আমারই হাতের লেখা দেখ্‌ছি।

বিদ্যু। এখন খুলে দেখ, কত আদর ক'রেছে। পড় দেখি, লোকটা রসিক কিনা বুঝি !

যূবা। চেঁচিয়ে প'ড়বো না ভাই, কি জানি কেউ যদি শোনে। (পত্র পাঠান্তে) এই নাও ভাই তুমি মনে মনে প'ড়ে দেখ।

বিদ্যু। (পত্র পাঠ) গঙ্গাজল, তোর ভাই ভারি জোর কপাল দেখ্ছি। তুই প্রথম বারেই সুরসিক বন্ধু পেয়ে গিয়েছিস্ !

যূবা। সে তোমারই কৃপায় ভাই ! এখন পেরে উঠলে হয়।

বিদ্যু। পারবি বৈ কি, আর দিন কয়েক বাদে তুই আবার কত লোক্কে শেখাবি।

যূবা। আচ্ছা গঙ্গাজল ! তুই আমার নিজের শিরনামা নিজের হাতে খামে লিখে পত্রের মধ্যে দিতে ব'লে দিয়েছিলি কেন ?

বিদ্যু। আঃ আমার পোড়াকপাল ! এটা আর বুঝতে পারোনি ! তুমি যে দেখ্ছি ভাই একেবারে খাস বোকা ! তোকে তৈরি ক'ত্তে আমাকে দেখছি অনেক পরিশ্রম ক'র্ত্তে হবে। ওরে বোকা, যদি পুরুষের হাতে লেখা খামের ভিতরে তোমার নামে পত্র আসে, তাহ'লে কেউ সেখানা দেখ্লে, হয়তো মনে মনে সন্দেহ ক'র্ত্তে পারে। আর এ যদি দৈবাৎ কেউ দেখ্তেও পায়, তাহ'লে ভাববে কোন মেয়েতে লিখেছে, এখন বুঝলে গাবের ঢেঁকী ?

যূবা। গঙ্গাজল, তোমার ভাই কি বুদ্ধির জোর ! তুমি আমাকে ভাই, দিন কতক ভাল করে পড়াও ; তোমার পায় প'ড়ছি ভাই, এখন আর কিছুদিন তুমি বাইরে বেরিও না।

বিদ্যু। বাইরে না গেলে যে ম'রে যাবো ভাই ! তা বাইরেই যাই আর যা করি, কাজের সময়ে তুমি আমাকে ঠিক পাবে।

(মনতোষিণীর প্রবেশ)

বিদ্যু। তবু ভালো যে ছেড়ে দিয়েছে, বাবা, গিয়েছ তো এখন নয়!

মনতো। এ বন্ধু যে সবে হালে জুটেছে, অমনি কি ছাড়তে চায়!

বিদ্যু। তোমাদের ভাই পরিচয় ক'রে দি। (মৃদঙ্গবালাকে দেখাইয়া) এই এঁরই নাম মৃদঙ্গবালা, (মনতোষিণীকে দেখাইয়া) আর এঁরই নাম মনতোষিণী।

মনতো। আমার বড়ই সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে পরিচয়টা হলো।

মৃবা। আমার পূর্ব্বজন্মের কতই সুকৃতি ছিল, তাই আপনার মত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো।

বিদ্যু। আর ভাই তোমাদের এখন সৌভাগ্যের ছড়াছড়িতে কাজ নেই; তোমাদের কারও সৌভাগ্য নয়, আমারই সৌভাগ্যের ফল।

মৃবা। ঠিক বলিছিস্ গঙ্গাজল!

বিদ্যু। এখন ভাই গা ধোবার সময় হ'য়ে উঠলো, শীগ্‌গির শীগ্‌গির দু একটা গান শুনে নে।

মনতো। দাঁড়াও ভাই একটু জিরুতেই দাও।

মৃবা। তুমি ভাই গঙ্গাজল, বড়ই খারাপ লোক, এত দূর হেঁটে এসেছেন, একটু জিরুণ—ঠাণ্ডা হোন্, তারপর গান তো করবেনই।

বিদ্যু। মনতোষিণীর সঙ্গে আলাপ করে দিতে না দিতেই আমি খারাপ লোক হ'য়ে পড়লেম, আরও আসল আলাপ করে দিলে না জানি তখন কি বল্‌বে!

মৃবা। গঙ্গাজলের সব তাতেই ঠাট্টা!

বিদ্যু। আচ্ছা ভাই, এখন থেকে তোমার কাছে কেবল ভক্তি-স্তোত্রই আওড়াব।

মৃবা। তোমায় তো আর কথায় আঁটতে পার্ব্বো না ভাই, তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো! গঙ্গাজলের কাছে আপনার বড়ই সুখ্যাতি শুন্‌লুম।

বিদ্যু। এখন আপনার টাপনার গুলো তুলে রাখ, সোজা পথে এস।

মনতো। সে তোমার গঙ্গাজলের মহত্ত্ব; আমাতে তো ভাই সুখ্যাতি করবার কোন গুণই নাই।

বিদ্যু। বলি এখন ঠাণ্ডা হ'য়েছো, না জল আন্‌বো?

মৃবা। তোমার যে আর দেরী সয় না গঙ্গাজল!

বিদ্যু। আমার যে ভাই আবার সন্ধ্যার পরে এক জায়গায় যেতে হবে।

মনতো। আমারও ভাই এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

বিদ্যু। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির কাজ সেরে ফেল! এখনও আবার গা'টা ধুতে হবে তো? হঁ্যালা তোর ভাতার নাকি আজও তোর শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে মাসহারা দিচ্ছে?

মনতো। কি ক'র্‌ব ভাই, কিছুতেই ভাতারটাকে বাগে আনতে পাচ্ছিনে! আর যা যা বলছি সব কথাই শুন্‌ছে, কেবল ঐটির বেলায় কিছুতেই বাগ মানাতে পাচ্ছিনে!

বিদ্যু। তা ব'লে যেন চেষ্টার ত্রুটি না হয়।

মনতো। সে আর তোমায় বলে কষ্ট পেতে হবে না দিদি! হঁ্যা দিদি, তোর ভাতার পাগল সেরেছে নাকি?

বিদ্যু। কি জানি ভাই, কোন পোড়ার মুখো ডাক্তার না কি কি ঔষধ গিলিয়ে দিয়েছে!

মনতো। তবেই তো ভাই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে দেখ্ছি, তোমার সুখশান্তির স্রোতটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে !

মৃবা। তোমার মা বাপ তোমার চেহারার সঙ্গে খুঁটিয়ে তবে তোমার নাম রেখেছিল। বাস্তবিকই ভাই তুমি মনতোষিণী ; সাধে কি তোমায় সহজে ছাড়তে চায় না।

মনতো। আর অতো বাড়িও না ভাই, আবার ভেঙ্গে পড়বো !

মৃবা। না, সত্যি বলছি, তোমার যেমন গুণ, তেমনি রূপ !

বিদ্যু। তুই যে রূপ দেখে একেবারে ভুলে গেলি দেখ্ছি, সংসারত্যাগী হবিনে তো ?

মৃবা। আমি যদি পুরুষ হতোম ভাই, তাহ'লে কি ওঁকে ছাড়তেম।

বিদ্যু। তুমি ভাই এখন একটা গাও তো গাও, আমি আর দেরী ক'র্ত্তে পাচ্ছি নে।

মৃবা। কেন, টান পড়েছে নাকি ? গাও ভাই মনতোষিণী একটী গাও, গঙ্গাজলের আর আর আমার দেরী সইচে না।

মনতো। তোমাদের কাছে গাইতে পারি, এমন গান্তো আমি জানিনে ভাই।

বিদ্যু। নে, এখন ভূমিকা রাখ ; তোর সেই পাখীর গান্টি গা।

মনতো। সে গান তোমার গঙ্গাজলের মনে ধর্বে তো ?

মৃবা। কেন ভাই আমায় ঠাট্টা কচ্ছো ?

বিদ্যু। তোর সে পাখীর গানটী সেকেলে ঘোম্টা টানা স্ত্রীলোকের পক্ষে উপদেশ পরিপূর্ণ, সে গীন মনে ধ'র্ত্তেই হবে।

মনতো। তবে ভাই গাই, তোমরা কিন্তু হাঁস্তে পার্ব্বে না।

বিদ্যু। তুমি ভাই গাও তো গাও, নইলে আমি চল্লেম।

মনতো। যেওনা, যেওনা, এই গাচ্ছি দিদি।

গীত।

(রাগিনী খাম্বাজ মিশ্র—তাল ঠুংরী।).

দেখ্ সখি বনের পাখী, থাকে কি এক গাছে সে।
বেড়ায় ঘুরে নানা গাছে নূতন নূতন সুখ-আশে।
নিম আম কাঁঠাল খেজুর, ডালিম পেয়ারা তাল,
নারিকেল লিচু আতা, জাম কি মাকাল,
জলপাই করমচা আর বেদনা রসাল,,
উড়ে ব'সে যা'তে তাতে যখন যেটায় দেল খোসে।

যুবা। ভগবান যাকে ভালো করেন, তার কি সবই ভাল হয়? আহা, কি মিষ্টি গলা! গঙ্গাজল, আজ ভাই, তোমার দৌলতে, কি সুখই পেলুম, আমার জীবনে কখনও এমন সুখ আমি পাইনি।

বিন্দ্য। এখনও সুখের হয়েছে কি? সবে নমুনা দেখেই গ'লে গেলি?

যুবা। তোমার ভারি অন্যায় ভাই গঙ্গাজল, কেন তুমি এতদিন মনতোষিণীর সঙ্গে আমার আলাপ ক'রে দাওনি? হায়, হায় এমন স্বর্গসুখ থেকে কে আমায় বঞ্চিত করে রেখেছিল গঙ্গাজল!

বিন্দ্য। সিঁড়িতে পা দিয়েই এই! দু এক ধাপ উঠ্‌লে না জানি তুই কি কি ক'র্‌বি!

মনতো। তোমরা ভাই অমন ক'রে আমায় ঠাট্টা করো তো আর আমি গাইব না।

যুবা। ঠাট্টা দেখ্‌লে কিসে ভাই? তোমার যে মিষ্টি গলা, বধির যদি

যদি তোমার গান শোনে তাহ'লে তার বধিরতা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, গানটীও সুরসিকের বাঁধুনি।

বিদ্যু। গানটী মুখস্ত ক'রে রাখিস্ গঙ্গাজল; এমন উপদেশপূর্ণ গান সকলেরই জানা উচিত, বিশেষতঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোক বাইরে যেতে তোমার মত ভয় করে।

মৃবা। তুমি এ গানটি কোথায় শিখেছিলে ভাই?

মনতো। আমি দারজিলিং যাবার সময়ে রেলগাড়ীতে একটি পুরুষ মানুষের কাছে শিখেছিলেম।

মৃবা। আর দুটো গান না গাইলে, তোমায় আমি ছেড়ে দেবোনা ভাই।

বিদ্যু। তবে ব'লো আজ সমস্ত রাতই তোমার বাড়ীতে বসে থাকি; তোমার তো আর বাইরে বেরুতে হবে না, ম'জা ক'রে গান আর আমোদ কর।

মৃবা। গঙ্গাজল, এমন জিনিষ কি ছাড়তে ইচ্ছে করে।

বিদ্যু। তবে ওকে বাক্সে পুরে রাখো, মাঝে মাঝে খুলো আর গান শুনো।

মৃবা। আমার তো তাই ইচ্ছে।

মনতো। অন্য কেহ হ'তে তো থাক্‌তেম ভাই।

বিদ্যু। আচ্ছা তাই হবে, আজ তো এখন বাড়ী যাবি না, এখন থেকেই এখানে থেকে যাবি?

মৃবা। গঙ্গাজলের কেবল যাই! যাই!! যাই!!! কেন এখানে কিছুতে কামড়াচ্ছে নাকি?

বিদ্যু। কামড়ায়নি, কামড়াবো কামড়াবো ক'চ্ছে।

মৃবা। কেন আমাদের কাছে কি সুখ পাচ্ছোনা গঙ্গাজল?

বিদ্যু। ওরে তোরা যদি সুখ দিতে পাত্তিস, তা'হলে আর ভাবনা ছিলো কি ?

মৃবা। ভয় নেই কেউ তোমার সুখের ফোয়ারা শুকিয়ে দেবে না, যত পার কলসী পূরে এনে ঘরে দোর দিয়ে ব'সে ব'সে খেও।

বিদ্যু। যে দিন তাই হবে, সে দিন তো অধঃপতিত ভারত উন্নতির শেষ সীমায় পদার্পণ ক'র্‌বে। সে দিন কি আর ভারতবাসীর দুঃখ কষ্ট থাক্‌বে ?

মনতো। হায়, হায় ! তেমন দিন কবে হবে দিদি ?

বিদ্যু। বেশী দেরী নেই ; আজকাল পাড়ায় পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় ব'সেছে।

মৃবা। সৎকর্ম্মে যে বিস্তর বাধা। এই দেখ না কেন, আমাদের এই পাড়াতে একটা বালিকা বিদ্যালয় হইয়াছিল, তা সবাই মিলে সেটাকে তুলে দিয়ে তবে ছাড়লে।

বিদ্যু। সবাই আর কে ভাই, সে কেবল তোমারই গুণধর ভাতার।

মৃবা। অমন ভাতারের মুখে আগুণ জ্বেলে দিতে হয় !

মনতো। আমার ভাতার হলে নিশ্চয়ই আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতেম।

মৃবা। আমি যে এখানো উড়তে শিখিনি ভাই, তাহলে আমিও তাই কর্‌তেম।

বিদু। তোরা দেখছি আজ আমার সর্ব্বনাশটা কল্লি ; চল্‌ ভাই মনতোষিণী চল।

মৃবা। আচ্ছা, তবে আর একটা গেয়ে যাও।

মনতো। কি গান গাইবো ?

মৃবা। যা তোমার ভাল লাগে ভাই, আমার কোন ফরমাস নেই।

বিদ্যা। দোহাই তোদের আর কথা কাটাকাটি করিস নে, যেটা হয় একটা গেয়ে ফেল, আর আমি থাক্‌তে পাচ্ছিনে; আমার পিটে যেন চাবুক মা'চ্চে।

মৃবা। গাও ভাই মনতোষিণী গাও, নইলে গঙ্গাজল আমার শুকিয়ে যাবে।

মনতো। তবে গাই, বেশ মন দিয়ে শুনো ভাই।

বিদ্যা। আচ্ছা, আমরা এই কল হাতে কল্লেম তুমি এখন গাও।

গীত।

(রাগিনী কালাংড়া—তাল একতালা।)

যদি সই প্রাণে প্রাণে মিলে দুজনে।
(তারা) মিশে যায় আপনা হ'তে বারণ কি শোনে।
সুখ দুখ মান অপমান, দুয়েরই হয় একই জ্ঞান,
হাঁসলে হাঁসে, কাঁদলে কাঁদে, মনোভাব রাখে নয়নে।

মনতো। এখন তবে যাই ভাই, আর একদিন সকালে সকালে আসবো।

মৃবা। আর একদিন কি, কালই আসবে বলো, তবেই ছেড়ে দিব; আমায় যে পাগল করে রেখে গেলে তা জানছো না।

বিদ্যা। দেখিস্ যেন আঁচল ধরে বেরিয়ে পড়িস্‌নে।

মৃবা। ইচ্ছা তো তাই হ'চ্চে, তা মনতোষিণী রাজী হয় কৈ?

বিদ্যা। এখন আর বাধা দিস্‌নে ভাই, চল্লেম।

মৃবা। কাল আসবে বলো তবে ছাড়বো।

মনতো। তোমার গঙ্গাজলকে জিজ্ঞাসা কর ভাই, আমি আসতে রাজি আছি।

বিদ্যু। আচ্ছা, তাই হবে লো তাই হবে, তুই এখন আয় ভাই, আর দেরি করিসনে।

[বিদ্যুল্লতা ও মনতোষিণীর প্রস্থান।

মৃবা। কি মিষ্টি গলা! বিধাতা কি সমস্ত গুণই একাধারে দিয়েছেন! বাইরে বেড়াতে না পাল্লে কোন সুখই হয় না; আর আমি খাঁচার পাখীটি হয়ে ঘরে থাকৃছি নে।

(ফণীন্দ্রের প্রবেশ।)

ফণী। বউ আজ বাড়ীর ভিতর ডাকহরকরা এসেছিল কেন গা?

মৃবা। ও আমার একখানা পত্র দিতে এসেছিল।

ফণী। তোমার নামে যত পত্র আসে, সবই ত বাইরে আমাদের কাছে দিয়ে যায়; তবে আজ বাড়ীর ভেতর আসার দরকার কি?

মৃবা। এসেছে এসেছে, তাতে দোষটা হ'য়েছে কি?

ফণী। শেষকালে ডাকহরকরা পর্য্যন্ত বাড়ীর ভেতর যাতায়াত ক'র্ত্তে আরম্ভ কর্‌লে, আরও বল দোষ হ'য়েছে কি? সংসারটা ছারে খারে না দিয়ে আর ছাড়ছো না দেখ্‌ছি!

মৃবা। ও বাবা, তুমি তেড়ে মার্ত্তে এসেছো নাকি?

ফণী। বড় বউ না হ'তে তো তাই হ'তো।

মৃবা। কেন তুমি আমায় বলবার কে? তোমার আমি খাই না— পরি?

ফণী। আমার খাও না তো কার খাও? আমি এখনই দাদার কাছে যাচ্ছি। আজ এর একটা বিহিত না ক'রে আর আমি ছাড়ছি নে।

[প্রস্থান।

মৃবা। আমিও আজ এর একটা প্রতিকার ক'রে তবে ছাড়বো। কেন, যে সে আমাকে বলবে কেন? উঃ! তেজ দেখ! ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দিয়ে বসে বসে বাবুগিরি ক'রে টাকা গুলো ওড়াবেন আর ফুলে ফুলে বেড়িয়ে বেড়াবেন! আর বেশীদিন এ সুখভোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে না। আমি যদি লেখা পড়া শিখে থাকি, তাহ'লে অতি সত্বরেই পথে বসাবো, বসাবো, বসাবো!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দরদালান।)

বীরেন্দ্র ও জয়দুর্গা।

জয়। বাবা বীরেন, তুমি আমাদের পৃথক ক'রে দাও, আর বাবা আমরা যন্ত্রণা সইতে পারিনে।

বীরে। কেন মা, কি হয়েছে?

জয়। তোমায় সে সব বলে, মিছে মিছে আর কষ্ট দিয়ে কি করবো বাবা! আমার পোড়া অদৃষ্টে সুখ নেই, তুমি কি করবে বাবা!

বীরে। মা, আমি যে কেবল তোমাদেরই মুখ তাকিয়ে সংসারী হ'য়ে রইছি, তাতো তুমি জান!

জয়। আজ বাবা, ফণের কান্না দেখে প্রাণটায় বড় ব্যথা লেগেছে। ছেলেমানুষ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে ব'ল্‌লে,—মা বৌদিদি

আমাদের তাড়িয়ে দেবে ব'লেছে। এ দুঃখ কি প্রাণে সহ্য হয় বাবা ?

বীরে। কেন তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে ? তা না হ'লে তো আর এমন করে হাড়ে নাড়ে জ্বল্‌তে হতো না মা !

জয়। অমন ছোটলোকের মেয়ে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো বাবা ?

বীরে। মা, তুমি চ'খের জল ফেলোনা, দুঃখ করো না, তাহ'লে আমাদের অকল্যাণ হবে।

জয়। তুমি যে বাবা দিবারাত্রিই বৌকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্চো, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে তুমি বৌমার জ্বালায় রাত্রে ঘুমুতে পাওনা, সে সকলও আমার অজানা নেই ; এর ওপর আমার দুঃখের কথা ব'ল্লে পাছে তুমি আরও কষ্ট পাও, সেইজন্যে আমি আমার মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি, প্রাণান্তেও তোমার কাছে মুখ ফুটিনে ; কিন্তু,——

বীরে। মা, আমি যে তোমাদের সুখী কর্ত্তে পাচ্ছি না, এই আমার কষ্ট, আমার জন্য আমি এক তিলও ভাবিনে। চাকর চাকরাণী গুলোকে মার্‌তে পর্য্যন্ত আরম্ভ ক'রেছে। হায়, হায় ! এমন বাঘিনীও ঘরে এনেছিলে।

জয়। কি ক'রবে বাবা, তোমার দোষ কি ? দোষ আমার অদৃষ্টের ; আমার ত বাবা তোমার কল্যাণে কোনও সুখেরই অভাব নেই। বৌটী যদি মনের মত হ'তো, তাহ'লে মর্ত্ত্যে থেকেও আমি স্বর্গসুখ ভোগ ক'র্ত্তে পার্‌তেম। আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলভোগ ক'চ্ছি বাবা, তুমি কি ক'র্‌বে ?

বীরে। কি অছিলায়, ফণীন্দ্রের উপর এ ঝালটা ঝাড়া হ'লো ?

জয়। সে আর বাবা তোমার শুনে কাজ নেই, শুন্‌লে কেবল কষ্ট পাবে বৈ ত নয়।

বীরে। না মা, তবু শুনি।

জয়। কি জানি বাবা, সেই যে লোকটা বাড়ী বাড়ী চিঠি দিয়ে যায়, সে না কি কাল বাড়ীর ভিতর গেছ্‌লো, আবার বাড়ীর ভিতর না কি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও ছিল; তারপর ঝি নাকি তাকে কি এনে দিলে তবে চলে গেল। ফ'ণে কোথা থেকে এ সব দেখ্‌তে পেয়েছিল, তাই বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, হ্যাঁরে ঝি, পেয়াদা বাড়ীর ভিতর এসেছিল কেন রে?

বীরে। ডাকহরকরা পর্য্যন্ত বাড়ীর মধ্যে যেতে লাগ্‌লো! কি সর্ব্বনাশ! তারপর কি হ'লো মা?

জয়। ঝি ব'ল্লে, মা ঠাকৃরুণের নামে চিঠি ছিল, তাই দিতে এসেছিল।

বীরে। কেন ওর নামে যত চিঠি আসে, সবই ত আমাদের কাছে দিয়ে যায়!

জয়। ফ'ণেও তো তাই বলে।

বীরে। হরকরার হাতে কি দিয়েছিল, তার কোন সন্ধান করেছ?

জয়। ঝি না কি ব'ল্লে, মা ঠাকরুণ পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন তাই দিয়েছি।

বীরে। (স্বগতঃ) বাড়ীর ভিতর চিঠি বিলি, আবার হরকরাকে টাকা দেওয়া। নিশ্চয়ই এর ভিতরে কিছু 'কিন্তু' আছে। (প্রকাশ্যে) তারপর ফণী কি বল্লে মা?

জয়। তাই না কি ফণে গিয়ে বৌমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, বৌ দিদি, বাড়ীর ভিতর হরকরা এসেছিল কেন গা? এই যেই

ব'লেছে, আর যাবি কোথায়! বৌমা একেবারে অগ্নিস্ফুবায়ুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন, যা মুখে এলো, তাই ব'লে কতকগুলো গালাগালি দিয়ে ব'ল্লেন, যে আজই আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। আহা! বাছা আমার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে বল্লে মা, বৌদিদি আমাদের তাড়িয়ে দেবে ব'লেছে।

বীরে। ফণীন্দ্র তাকে কেন তখনি ঝ্যাঁটা পেটা কল্লে না?

জয়। বাবা, ও যে রাক্ষুসী বউ, তাহ'লে হয়তো বাছার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌তো!

বীরে। তাই তো, এ হলো কি! এ যে বাড়ী ব'সে যা ইচ্ছে তাই ক'র্ত্তে লাগ্‌লো মা; লজ্জা সরম একেবারে জলাঞ্জলি দিলে।

জয়। আমি কি বাবা কোন কথা তোমায় জানাই! তুমি মনে কষ্ট পাবে বলে, আমি প্রাণান্তেও বৌমার সম্বন্ধে কোন কথা তোমার কাছে বলিনে। ও যে রকম ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রেছে, তাতে বোধ হয়, শীগ্‌গিরিই লোকে আমাদের একঘ'রে ক'র্ব্বে। কাল বিকেলে যে কাণ্ডটা ক'রেছে, তা যদি বাবা তুমি দেখতে, তাহ'লে হয় তাকে কেটে ফেল্‌তে, না হয় নিজে বিবাগী হ'য়ে বেরুতে। আমি,—

বীরে। কি কাণ্ড করেছে মা?

জয়। আমার লক্ষ্মী বাবা, সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

বীরে। না মা, তা তোমায় বল্‌তেই হ'বে।

জয়। আমাদের বিশু ঠাকুরপোকে চেন?

বীরে। হ্যাঁ, চিনি।

জয়। তার একটা নাককাণকাটা পোড়ারমুখী বৌ আছে, জান্‌তে?

বীরে। সেই তো যে কি খাইয়ে দিয়ে বিশু খুড়োকে পাগল ক'রে দিয়েছিলো?

জয়। হ্যাঁ, সেই সর্ব্বনাশী লোকচলানী, আর ধরেদের একটা কালামুখী বৌ, কাল বিকেলে বৌমার কাছে এসেছিলো।

বীরে। তাদের সঙ্গেও জুটেছে, তা হ'লেই হ'য়েছে! তবে আর বাড়ীর ভিতর হরকরা যাবে না কেন?

জয়। তারপর সমস্ত দিন ধরে, তিনটেয় মিলে ঘরে দোর দিয়ে, নাচ গাওনা করেছে।

বীরে। এরা কি গেরোস্তর ঘরের বৌ না বেশ্যা!

জয়। কি জানি বাবা, সে দুটোও নাকি লেখা পড়া জানে।

বীরে। তা না জানলে আর এ রকম স্বভাব হয়! আচ্ছা, মা সেই সময়ে তুমি আমাকে ডাক্‌লে না কেন? তা হ'লে সব কটাকে আমি কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলতাম।

জয়। এ বৌ নিয়ে যে কি ক'রে সংসার চলবে বাবা, তাতো আমি ভেবে ঠিক কর্ত্তে পারিনে।

বীরে। যখন ও দুটোর সঙ্গে মিশেছে মা, তখন আর তোমার ওকে নিয়ে বেশী দিন সংসার কর্ত্তে হ'চ্ছে না।

জয়। সে কি কথা বাবা!

বীরে। এই দেখো মা, ও বাড়ী থেকে বেরুলো ব'লে।

জয়। ওমা, বলিস কি! তা হলে যে জাত যাবে!

বীরে। সেও ভাল মা, তা হলে তোমাদের নিয়ে মনের সুখে থাক্‌তে পার্ব্বো, মনে শান্তি পাবো।

জয়। বলিস্ কি! তা হলে যে পাড়ায় মুখ দেখাতে পার্ব্বো না।

বীরে। না হয় কোন দূরদেশে উঠে যাব, সেও ভাল।

জয়। তোর কথা শুনে যে আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, বাবা।

বীরে। ফণী এখন কোথায়?

জয়। এই যে বাছা আমার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌ছে।

(ফণীন্দ্রের প্রবেশ)।

ফণী। দাদা বৌ আমায়—

বীরে। আর বল্‌তে হবে না ভাই, আমি মার কাছে সবই শুনেছি। কেঁদনা ভাই, তুমি ও পেত্নীর সঙ্গে আর কথা ক'য়োনা। এখনও খাওনি?

ফণী। না!

বীরে। যাও খাওগে, ক'লেজ যাবার সময় হলো যে!

জয়। চল্ বাবা, খাবি চল্; ওর্ কথায় কি রাগ ক'র্ত্তে আছে? ওর কি বাবার বাড়ী, না ওর বাবার টাকা।

[ফণীন্দ্র ও জয়দুর্গার প্রস্থান।

বীরে। কোথেকে পত্রটা এলো সন্ধান নিতে হচ্ছে; দেখি, যদি ডাক হরকরার কাছ থেকে কোন সন্ধান পাই! হায়, হায় কি করেই সংসারটা ছারে খারে দিচ্ছে!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বীরেন্দ্রের বৈঠকখানা।

(বিশ্বনাথ আসীন ; বীরেন্দ্রের প্রবেশ।)

বীরে। কি খুড়ো, একলা ব'সে রয়েছ যে ?

বিশ্ব। বাবা, এ সংসারে একলা থাকাই ভাল; দোক্‌লা থাকার অনেক কষ্ট, অনেক ঝন্‌ঝাট।

বীরে। ঠিক্ বলেছ খুড়ো !

বিশ্ব। কি বাবা, সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি নাকি ? তোমারও কি খুড়োর দশা ?

বীরে। এখনও হয়নি, হ'বো হ'বো কচ্ছে।

বিশ্ব। বলো কি বাবা, এতদূর গড়িয়েছে ?

বীরে। খুড়ী যখন সসঙ্গিনী অন্দরে যাতায়াত ক'র্ত্তে আরম্ভ করেছেন, তখন কি আর না গড়িয়ে ছাড়ে ? বেড়ে খুড়ী পেয়েছিলে বাবা !

বিশ্ব। খুব পিটোন ধরোনা, ও রোগের ঔষধই ঐ।

বীরে। এখন আর পিটোনে কিছু হবে না ; ছেলে বেলা থেকে ধ'র্‌লে হ'তে পা'র্ত্তো। নাই দিয়ে দিয়ে কাঁধে উঠিয়েছি, এখন যে ক্রমে গণ্ডি পেরিয়েছে, বুঝেছো খুড়ো !

বিশ্ব। কুচ্ পরোওয়া নেই বাবা, দুই খুড়ো-ভাইপো মিলে তোমার এই বৈঠকখানাতে চোদ্দপোয়া হ'য়ে মনের সুখে রাত কাটান যাবে, তাহলে তুমিও দোকলা থাকবে, আমিও দোকলা থাক্‌বো কি ব'লো বাবা ?

বীরে। ঠাট্টা না খুড়ো, তাতেও সুখ আছে।

বিশ্ব। না হয় বাবা, আর একটা বেশী লেখা পড়া জানা মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

বীরে। বাবা যমের বাড়ী বরং যেতে প্রস্তুত আছি, তবু লেখাপড়া জানা মেয়ের ছায়াও মাড়াতে আর রাজী নই। মনে পড়লে,গা শিউরে ওঠে! এমন তর্জ্জন গর্জ্জন আমি পুরুষমানুষের মুখেও কখনও শুনিনি! যখন ঘরে শুতে যাই, তখন আমার মনে হয় যেন আমাকে ফাঁসি দিতে কি ঠাণ্ডা-গারদে দিতে নিয়ে যাচ্ছে!

বিশ্ব। বিশে তবে একা পাগল নয়, ক্রমে দেখ্‌ছি ঢের পাগল জুটবে।

বীরে। এখন তো বেশ সেরোছো খুড়ো।

বিশ্ব। হ্যাঁ বাবা, তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে, এখন তো আর দিন কতক মাথাটা গরম হ'চ্চে না দেখ্‌ছি, কিন্তু বাবা ব'লতে কি, আমাদের অবস্থার লোকের বদ্ধপাগল হওয়াই ভাল।

বারে। তোমায় যখন পাগল হ'বার ঔষধ খাওয়ালে, তখন কি তুমি কিছুই বুঝতে পাল্লে না?

বিশ্ব। এইবার যে বাবা নিরেট বোকার মত কথাটি কইলে; সে হ'লো আমার স্ত্রী, রাতদিন হা'তে ক'রে কত খাবার জিনিষ দিচ্ছে, তার কোনটার অবিশ্বাস ক'র্‌বো বলো দেখি?

বীরে। আমি কিন্তু বাবা, তোমার মুখে খুড়ীর ঐ কেচ্ছা শুনা অবধি স্ত্রীর হাতের একগ্রাস জল পর্য্যন্তও খাইনে।

বিশ্ব। আমার কাছে যদি কেচ্ছাটি না শুন্‌তে, তাহ'লে কি বাবা জল খাওয়াটী ছাড়্‌তে? বিষ দিলেও নিঃসন্দেহে খেয়ে ফেল্‌তে।

বীরে। লেখা পড়া জানা মেয়েগুলো তাদের স্বামীকে আজকাল, একটা সখের খেলানার মত দেখে, যতদিন মনে ধরে স্বামীকে নিয়ে ইচ্ছামত খেলা করে, তারপরে পুরাণ কি গরপছন্দ হ'লেই ভেঙে ফেলে।

বিশ্ব। এখনও হয়েছে কি বাবা, ঢের বাকী আছে, আমরা তবু আগের খেয়ায় পার হলেম।

বীরে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখান আজকাল একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ব। ঘোর বিকারে দাঁড়িয়েছে! এতে এখন বেশী পরিমাণে সূচিকা-ভরণই ব্যবস্থা।

বীরে। পূর্ব্বে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতো বটে, কিন্তু সে আর এক ধরণের। তাতে মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষই থাকৃতো; আর আজকাল নাটুকে লেখাপড়া শিখে, মেয়েগুলো পুরুষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধ্য কি যে তাদের বাগে আন্‌বে। বলে, স্ত্রী পুরুষ তো একই ঈশ্বরের সৃষ্টি; তবে কেন তারা অবাধে একসঙ্গে মেলা মেশা ক'র্ত্তে না পার্ব্বে?

বিশ্ব। যাক্ বাবা, আর ও কথায় কাজ নেই, দুটো অন্য কথা বল, শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ক।

(ডাকহরকরার প্রবেশ।)

ডা হঃ। (সেলাম করিয়া) দেখুন দেখি বাবু, এ চিঠি ক'খানা কি আপনাদের?

বিশ্ব। তুমি নূতন এসেছ নাকি?

ডা হঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আজ থেকে এই বীটে বদলী হ'য়ে এসেছি।

বিশ্ব। আগে কোথায় ছিলে?

ডা হঃ। ডায়মনহারবারে।

বিশ্ব। এখানকার সে গেলো কোথায় ?

ডা হঃ। সে আমার জায়গায় গিয়েছে।

বীরে। (স্বগত) এখানা ত আমার স্ত্রীর নামের চিঠি দেখছি, কিন্তু লেখাটা নূতন নূতন ঠেক্‌ছে। কখনও দেখিছি ব'লে বোধ হয় না; লেখাটাও যে আবার পুরুষ মানুষের হাতেরই দেখছি!

ডা হঃ। বাবু, আমায় আরও অনেক বাড়ী যেতে হবে।

বীরে। হ্যাঁ, এ কখানাই আমাদের চিঠি।

[ডাকহরকরার প্রস্থান।

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া (স্বগত) এই জন্যেই কাল ডাকহরকরা বাড়ীর ভিতর গেছলো। (প্রকাশ্যে) খুড়ো—চিঠিখানা শুনে জন্মসার্থক কর।

আমার হৃদয়-অন্ধকার-দূরকারিণি! জোছনার আলো! তোমাকে গতকল্য যে পত্রখানি লিখিয়াছি, অবশ্যই তাহা পাইয়াছ। সেই মত কল্য অবশ্য অবশ্য আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। পাছে ভুলিয়া যাও সেই জন্য অদ্য আবার পত্র লিখিলাম। তোমার জন্য যে প্রাণটা কিরূপ হ'চ্চে তা আর কি বলবো। দর্শন লাভের আশায়ই কেবল প্রাণধারণ করিয়া আছি, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইতি—

তোমারই শ্রীচরণের ছুঁচো—

শ্রী

বিশ্ব। কে কাকে লিখ্‌ছে সেটা বল।

বীরে। কে লিখ্‌ছে তার তো নাম খুঁজে পাচ্ছিনে।

বিশ্ব। কাকে লিখ্‌ছে?

বীরে। আর কাঁকে আমারই তাঁকে।

বিশ্ব। তা বেশ! কোথা থেকে লিখেছে!

বীরে। তাও এতে লেখা নেই; তবে ডাকঘরের মোহর দেখে কলকাতা থেকেই আসছে বুঝা যায়।

বিশ্ব। তাহ'লেই আজ সট্‌কাচ্ছেন, বুঝেছো তো? বাড়ী থেকে বেরোবার সময় তোমাদের ঝিকে আমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌তে দেখে এলেম, তোমার খুড়ী যখন লেগেছেন, তখন কি আর না বের ক'রে ছাড়বেন বাবা?

বীরে। সট্‌কালেই বাঁচি বাবা; তাহ'লে সংসারটা রক্ষা পায়?

বিশ্ব। কোথায় শুভাগমন হবে বাড়ী গিয়ে একবার খোঁজটা নিতে হচ্চে। তারপরে টেলিগ্রাফ ক'রে যাদুদের ধরিয়ে দেবো।

বীরে। না বাবা, ওতে আমার মত নেই, ও আপদ গেলেই বাঁচি। একঘরে ত আর হ'বো না; তোমাকে আমার দিকে থাক্‌তেই হবে।

বিশ্ব। শুধু থাক্‌তে হবে—বে ওজরে থাক্‌তে হবে। তুমি দেখো বাবা, আর দিনকতক বাদে আমরাই দলে পুরু হ'য়ে দাঁড়াব!

বীরে। যাই হ'ক বাবা, আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েরা না ক'র্ত্তে পারে এমন কাজই নেই।

বিশ্ব। তবু ভাল যে এতদিন পরে, তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধিতে সেটাও বেড় পেয়েছে। ওদের অসাধ্য কাজ নেই বাবা; তুমি দেখে নিও,আর দিনকতক বাদে ওরা টেলিগ্রাফের তারে যাতায়াতের পথ পর্য্যন্ত আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌বে।

বীরে। হায়, হায়! এমন ছাইও আমাদের দেশে ঢুকেছিল, যে দেশটা একেবারে উৎসন্ন দিলে!

বিশ্ব। এখনও বাবা অতদূর যায় নি, সবে কেবল 'উ' পর্য্যন্ত উঠেছে! এখনও ৎ স ন্ন বাকী আছে! যখন এই চারটে অক্ষর পূর্‌বে, তখনই বাবা, ষোল আনা পূর্ণ হবে। তবে আমাদের খুব জোর কপাল কিনা, তাই বাবা, আমরা তিন আনা চার গণ্ডা নিয়েই ভেসে প'ড়তে পার্‌লেম।

বীরে। যাই বল বাবা, লোকালয়ে কিন্তু আর মুখ দেখান যাবে না।

বিশ্ব। সে দিনকতক।

বীরে। কেন দিনকতক কেন? তারপরে কি ক'র্ব্বে?

বিশ্ব। সকলের মুখই যখন এক রকম হবে, তখন আর কেউ কাকেও মুখ দেখাতে লজ্জা ক'র্ব্বে না—যথা হনুমান!

বীরে। আচ্ছা বাবা, খুড়ী যে এই রকম ক'রে বেড়ায়, তাতে কি তোমার মনে কোন অসুখ হয় না?

বিশ্ব। কিছু না বাবা, কিছু না; দিন দিন পুণ্যের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ব'লে, আমি আরও বরং লাখ্ লাখ্ খুসী।

বীরে। না বাবা, ও তোমার মুখের কথা; মনের ভিতর এক রকম কেমন কেমন করে বৈ কি।

বিশ্ব। সেটা বাবা, প্রথম প্রথম; তারপর যখন তত্ত্বজ্ঞান পৌঁছাবে, তখন আর কোনও অসুখই হবে না; এই আমারই মত ঠিক হেসে খেলে বেড়াতে পার্ব্বে। ভাবনা কি বাবা, অন্দরে যেমন তোমার খুড়ী যাতায়াত ক'চ্ছেন, বাইরেও তেমনই তোমার খুড়ো ভর দিয়েছেন।

বীরে। ছেলেটা যদি কাঁদে সেই একটা বিষম ভাবনা?

বিশ্ব। সে জন্য তোমার কোনও চিন্তা নেই বাবা, আমি তাকে কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবো; দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

বীরে। কি ক'রে যে কি ক'ল্লে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

[illegible]। আমি ফিকির ফাকার ক'রে বাড়ী থেকে তার সন্ধানটা নিয়ে আসছি বাবা, তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও; বেশী টাকাকড়ি কি গহনা পত্তর নিয়ে না যেতে পারে, তারির চেষ্টা দেখ গে; কিন্তু সাবধান বাবা, যেন জান্‌তে না পারে, যে তুমি এর কিছু টের পেয়েছ। [প্রস্থান।

বীরে। তাই তো, এ হ'লো কি! তিনকুলে কালী দিয়ে কেমন ক'রে ঘর থেকে বের হবে। একেলে লেখাপড়া জানা মেয়ে বিবাহ করা যে কি যন্ত্রণা, হৃদয় খুলে না দেখালে তা আর বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। যে ঠেকেছে, সেই কেবল তা বুঝতে পেরেছে। এখনকার মেয়ের মা বাপেরা যেন আর তাঁদের ভাবী জামাইদের মাথা খেতে, তাদের মেয়েগুলোকে, ভুলেও লেখাপড়া চর্চ্চা ক'রতে না দেন। যাই, আবার দেখিগে, যাই, একেবারে ফকীর ক'রে না যায়। গহনা পত্র টাকা কড়ি গুলো সামলাইগে। বরং গো হত্যা ক'রে আজীবন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেন সেও ভালো, তবু যেন কেউ স্ত্রীলোককে আজকালকার ধরণের লেখাপড়া না শেখান; সে অতি ভয়ানক! অতি শোচনীয়!! অতি কষ্টদায়ক!!!

যবনিকা পতন।

BENGAL LIB
6 APR 1906
WRITERS BUIL